Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 28, 1432 Bangla, February 11, 2026, Wednesday, No. 42, 56th year

H I G H L I G H T S

Chief Adviser Dr Muhammad Yunus has urged citizens to go to the polling stations with courage, leaving fear behind. He adds, the 13th national election, along with the July referendum, will determine Bangladesh's future. (Jago FM: 20)

Law enforcement agencies have identified over 40% of the more than 42,000 polling stations across the country as high or medium-risk for the 13th National Parliamentary Election for various reasons. (BBC: 05)

The Election Commission has imposed restrictions on the movement of motorcycles and certain other vehicles ahead of the 13th parliamentary elections and referendum scheduled for 12 February. (BBC: 10)

Head of the European Union election observation team Evers Ijabs has said the environment of the 13th National Parliament elections is very positive. (BBC: 04)

A booth room at a polling station in Netrokona Sadar Upazila was set on fire yesterday. (BBC: 04)

RAB has recovered illegal firearms and a large cache of sharp weapons from a pond in Katakbazar area of Cumilla sadar upazila. (BBC: 05)

Politicians and analysts believe that China's influence in Bangladesh is increasing after the ouster of pro-India leader Sheikh Hasina. (Jago FM: 22)

Bangladesh will purchase $15bn of energy products & $3.5bn of US agricultural products, including wheat, soy, cotton & corn, over 15 years as part of a new reciprocal trade agreement with US. (Jago FM: 22)

According to Transparency International, Bangladesh has been ranked 13th among the world's most corrupt countries in 2025. The country was ranked 14th in 2024. (BBC: 07)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ২৮, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২৬, বুধবার, নং- ৪২, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সকলকে ভয় নয়, সাহস নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন ও জুলাই সনদের ওপর গণভোট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। (জাগো এফএম: ২০)

সারা দেশের ৪২ হাজারেরও বেশি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৪০ শতাংশের ওপরে ভোটকেন্দ্রকে নানা কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। (বিবিসি: ০৫)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে ঘিরে মটরসাইকেলসহ অন্যান্য যানবাহন চলাচলে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে নির্বাচন কমিশন। (বিবিসি: ১০)

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ খুবই ইতিবাচক বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের প্রধান ইভারস আইজাবস। (বিবিসি: ০৪)

নেত্রকোনার সদর উপজেলার ভোটকেন্দ্রের একটি বুথ কক্ষে গতকাল আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে । (বিবিসি: ০৪)

কুমিল্লার সদর উপজেলায় কটকবাজার এলাকার একটি পুকুর থেকে অস্ত্র উদ্ধার করেছে র‍্যাব। (বিবিসি: ০৫)

ভারতঘনিষ্ঠ নেতা শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর বাংলাদেশে চীনের প্রভাব আরও বাড়ছে বলে মনে করছেন রাজনীতিক ও বিশ্লেষকেরা। (জাগো এফএম: ২২)

পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৫ বছরে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জ্বালানি পণ্য এবং ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের গম, সয়াবিন, তুলা ও ভুট্টাসহ কৃষিপণ্য আমদানি করবে বাংলাদেশ। (জাগো এফএম: ২২)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর তালিকা অনুযায়ী, ২০২৫ সালের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ছিল ১৪তম অবস্থানে। (বিবিসি: ০৭)

বিবিসি

ওসমান হাদির পরিবারকে ফ্ল্যাটের দলিল তুলে দিলেন প্রধান উপদেষ্টা

শরিফ ওসমান হাদির পরিবারকে একটি ফ্ল্যাটের দলিল ও চাবি হস্তান্তর করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। খবর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর। আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ওসমান হাদির স্ত্রী ও পরিবারের কয়েকজন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকার লালমাটিয়া এলাকায় এই রেডি ফ্ল্যাটের দলিল ও চাবি হস্তান্তর করা হয়। গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদি ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

দীপু দাসের পরিবারকে টাকা ও বাড়ি নির্মাণ সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা সরকারের

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ভালুকায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ তুলে দলবদ্ধভাবে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার শিকার হিন্দু ধর্মাবলম্বী পোশাক শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসের পরিবারকে টাকা ও বাড়ি নির্মাণ সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আজ মঙ্গলবার বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড অফিসিয়াল ফেসবুক পাতা থেকে এ তথ্য জানানো হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর গাছে ঝুলিয়ে দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যার পাঁচদিন পর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলার বানিহালা ইউনিয়নের মোকামিয়াকান্দা গ্রামে নিহত দীপু দাসের বাড়ি পরিদর্শন করেন। তখন সরকারের পক্ষ থেকে তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়। সরকার জানিয়েছে, বাড়ি নির্মাণের জন্য দীপু দাসের পরিবারকে ২৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে, যা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। পাশাপাশি, সরকারের পক্ষ থেকে দীপু দাসের বাবা ও স্ত্রীকে ১০ লাখ টাকা করে দেওয়া হবে এবং তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য পাঁচ লাখ টাকার একটি এফডিআর করা হবে। এ ঘটনায় সরাসরি জড়িত ১২ জনকে ইতোমধ্যে গ্রেফতারের তথ্যও জানিয়েছে সরকার।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সম্পদ গত এক বছরে ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৪ হাজার ৩৯২ টাকা বেড়েছে। ২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতা গ্রহণের সময় তার মোট সম্পদ ছিল ১৪ কোটির চেয়ে সামান্য বেশি। আর এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৫ কোটি ৬২ লাখ টাকার বেশি। এর মধ্যে তার মোট আর্থিক সম্পদ অর্থাৎ নগদ অর্থ আছে ১৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০১ টাকা। আজ মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যান্য উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও তাদের স্ত্রী-স্বামীর এ সম্পদ বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে। সেই বিবরণী অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিক বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন, এরপরেই সম্পদের দিক থেকে রয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রথম ভাষণে বলেছিলেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস যে, সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে সবার সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা হবে। সেই ঘোষণার প্রায় দেড় বছর পরে, জাতীয় নির্বাচনের মাত্র দুইদিন আগে এই বিবরণী প্রকাশ করা হলো।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

আমিরের বিরুদ্ধে 'পরিকল্পিত মিথ্যাচার' করা হচ্ছে, অভিযোগ জামায়াতের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও ঢাকা-১৫ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. শফিকুর রহমানের নাম জড়িয়ে 'একটি কুচক্রী মহল পরিকল্পিতভাবে মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছে' বলে অভিযোগ করেছে তার দল। দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজ এক বিবৃতিতে বলেন, ডা. শফিকুর রহমানের বিরুদ্ধে "প্রকাশ্যে টাকা প্রদানের যে-সব অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া ও নৈতিকভাবে পরাজিত শক্তির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।" জনগণের সমর্থন বাড়তে থাকায় "ভীত হয়ে তারা বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা" করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি জামায়াতপন্থি আইনজীবী শাহরিয়ার কবির ঢাকা-১৫ আসনে প্রচারপত্র বিলি করার সময় একজন পান বিক্রেতার হাতে এক হাজার টাকার নোট গুঁজে দিচ্ছেন- এমন একটি ভিডিও নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। এ নিয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, একটি দল "দেশজুড়ে টাকা দিয়ে ভোট কেনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।" এরপরই জামায়াতের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ জানানো হলো।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচনে মাঠে থাকছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ৯ লাখ ৫৮ হাজার সদস্য : ইসি সানাউল্লাহ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের দিন সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় ৯ লাখ ৫৮ হাজার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এক ব্রিফিংয়ে নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি তুলে ধরে এসব তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর দিয়েছে। ফলাফল ঘোষণা ও রিটার্নিং অফিসারদের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, "ভোট গণনা শেষে কেন্দ্র থেকে একটি ফলাফল প্রকাশ হয়ে যাবে। এরপর দাপ্তরিক

প্রক্রিয়ায় সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরের পর, সেটি রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে আসবে। কমিশনের ঘোষণা মঞ্চ থেকে তখন চূড়ান্ত ফলাফল জানানো হবে।" তিনি আরও বলেন, "প্রতিটি কেন্দ্রের আনঅফিসিয়াল ফলাফল আগে ঘোষণা করা হলেও, রিটার্নিং অফিসাররা প্রার্থী বা তাদের এজেন্টের উপস্থিতিতে তা 'ফর্ম ১৮'-তে লিপিবদ্ধ করবেন। এর ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে গেজেট প্রকাশিত হবে।" মি. সানাউল্লাহ বলেন, "সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ফলাফল আমরা একইসঙ্গে দিতে থাকব। কেন্দ্রেও দুটো ব্যালট একই সাথে গণনা করা হবে। সাদা ব্যালট সংসদ নির্বাচনের এবং গোলাপি ব্যালট গণভোটের জন্য। জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যেন এজেন্টরা চলে না যান বা বাইরে অস্থিরতা তৈরি না হয়, সেজন্য দুটোই একসঙ্গে করা হবে।" তিনি আরো বলেন, "মোবাইল ফোনের বিষয়ে নির্দেশনা হলো, গোপন কক্ষে (মার্কিং প্লেস) ভোটারসহ কেউই মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে সাংবাদিকরা নীতিমালা মেনে পেশাগত দায়িত্ব পালনে মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু গোপন কক্ষে প্রবেশ বা লাইভ করতে পারবেন না।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

ভোটের পরিবেশ ইতিবাচক : ইইউ'র প্রধান পর্যবেক্ষক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে পর্যবেক্ষকরা মাঠে আছেন এবং নির্বাচনের পরিবেশ খুবই ইতিবাচক বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের প্রধান ইভারস আইজাবস। আজ মঙ্গলবার সকালে একটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। জানুয়ারির শুরু থেকে প্রায় ৬০ জন দীর্ঘমেয়াদি ইইউ পর্যবেক্ষক বাংলাদেশে আছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বল্পমেয়াদি পর্যবেক্ষকরা আজ থেকে মাঠে থাকবেন এবং তারা সকলেই পেশাগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি আরও জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি সদস্য রাষ্ট্র থেকেই পর্যবেক্ষক এসেছেন। ইইউ'র অংশীদার দেশ নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ও কানাডার পর্যবেক্ষকরাও এই মিশনে যুক্ত হয়েছেন। এ সময় তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, বর্তমানে নির্বাচনি পরিবেশ খুবই ইতিবাচক। তবে কিছু কিছু বিষয় আছে, যা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। মোটা দাগে একটি আশাবাদী পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা প্রার্থী এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের বেশিরভাগই বলেছেন, এই নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

পরাজয়ের মুখে দেশজুড়ে টাকা দিয়ে ভোট কেনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে একটি দল

একটি দল নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে দেশজুড়ে টাকা দিয়ে ভোট কেনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। আজ একটি বিবৃতিতে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেন, "আপনারা সবাই জানেন, কীভাবে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার আইডি, বিকাশ, নগদ ও রকেট নম্বর সংগ্রহ করে অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।" জামায়াতে ইসলামীর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "খোদ, দলীয় প্রধানের আসন ঢাকা-১৫-তে তার জন্য দাঁড়িপাল্লার ভোট চাইতে দলটির অন্যতম শীর্ষ আইনজীবী নেতা যেভাবে প্রকাশ্যে টাকা দিয়েছেন এবং ভোট কেনার চেষ্টা করেছেন, সেই ভিডিও ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ভাইরাল হয়ে তুমুল সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।" নির্বাচনি আচরণবিধির লঙ্ঘন উল্লেখ করে প্রচারণার সময় মানুষকে, এমনকি শিশুদেরও অর্থ দিয়ে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, "যে দলটি প্রতিনিয়ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে, তারাই যদি ভোটের মাঠে, দুর্নীতির মাধ্যমে, টাকা ছড়িয়ে, দলীয় প্রধানের আসনসহ দেশব্যাপী এভাবেই জনগণের ভোট কিনতে চায়, তাহলে এর চেয়ে বড় দ্বিচারিতা ও নৈতিকতার লঙ্ঘন আর কী হতে পারে?" এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় বিএনপির কর্মীদের ওপর হামলারও অভিযোগ করেছে দলটি। মাহদী আমিনের বিবৃতিতে বলা হয়, "কুমিল্লা-১১ চৌদ্দগ্রামে ওই দলের সন্ত্রাসীরা রাতের আঁধারে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের উপর হামলা চালায়। এছাড়া, বগুড়া-৪ আসনের নন্দীগ্রাম উপজেলার ৪নং থালতামাঝ গ্রামে গতকাল রাতে উক্ত দলের সাজাপ্রাপ্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসী কর্মীদের দ্বারা স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দের উপর হামলা চালানো হয়, অনেকেই গুরুতর আহত হন এবং তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়, যা জনমনে চরম ভীতি সৃষ্টি করেছে।" প্রতিটি ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন, তথা রিটার্নিং অফিসার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপ কামনা করে বিএনপি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

নেত্রকোণায় একটি ভোটকেন্দ্রের বুথে আগুন

নেত্রকোনার সদর উপজেলার ভোটকেন্দ্রের একটি বুথ কক্ষে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। নেত্রকোণা সদর থানার এসআই মাসুম বিল্লাহ খবরটি বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, গতকাল মধ্যরাতে নূরপুর সিধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রের একটি বুথে এ ঘটনা ঘটে। "তবে সামান্য আগুন লাগে, শুধু একটি বেঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে শুনেছি," বলেন তিনি। তবে স্থানীয়রা টের পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ও পুলিশকে জানালে পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। কারা আগুন লাগিয়েছে, তা জানা গেছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। আমার ঊর্ধ্বতনদের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন।" যদিও নেত্রকোণা সদর থানার ওসিকে একাধিকবার কল দিলেও তাকে পাওয়া যায়নি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

কুমিল্লায় পুকুরে র‍্যাবের অভিযান, দেশি-বিদেশি অস্ত্র উদ্ধার

কুমিল্লার সদর উপজেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কটকবাজার এলাকার একটি পুকুর থেকে অস্ত্র উদ্ধার করেছে র‍্যাব। আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শেষ হয়েছে। র‍্যাবের কুমিল্লা কোম্পানি কমান্ডার মেজর সাদমান ইবনে আলম বিবিসিকে জানিয়েছেন, তাদের কাছে গোপন খবর ছিল যে, কুমিল্লার ওই পুকুরে দেশি ও বিদেশি অস্ত্র রয়েছে। রাত থেকেই পুকুরটি তাদের 'সুপারভিশনে' ছিল। পরে আজ ভোর থেকে শ্যালো মেশিন বসিয়ে পুকুরের পানি সেচ করে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। তিনি জানান, পুকুর থেকে তিনটি বিদেশি পিস্তল ও দুইটি সাদা বস্তায় মোড়ানো দেশীয় অস্ত্র পাওয়া গেছে। কারা অস্ত্র লুকিয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা এখনো তদন্তাধীন ব্যাপার।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

দেশের ২৪ হাজারের মতো ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ : আইজিপি

বাংলাদেশে এবার ইতিহাসের সবচেয়ে নিরাপদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে উল্লেখ করে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, প্রাথমিকভাবে সারা দেশে ৮ হাজার ৭৭০টি ভোটকেন্দ্র অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র হলো ১৬ হাজার। “তবে এগুলো খুবই আরবিট্রেরি, ডেফিনিটলি বলা যায় না। তারপরও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ ধরলে ২৪ হাজারের মতো হয়। এগুলোই আমরা বডিক্যাম দিয়ে কাভার করতে চেষ্টা করবো।” আজ মঙ্গলবার নির্বাচনের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ সব কথা জানান। তিনি জানান, নির্বাচন উপলক্ষ্যে কেন্দ্র, ভ্রাম্যমাণ ও স্ট্রাইকিং ফোর্স- এই তিনটি স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। “যে পরিমাণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার শক্তি নাই কারও। কোথাও একটা ক্রাইম হতে পারে, ডাকাতি হতে পারে, খুন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইলেকশন বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না,” বলেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

ভোটের ছুটিতে ঢাকা ছাড়ার তাড়া

আগামী বৃহস্পতিবার, ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে বুধবার থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। তবে কল-কারখানায়, অর্থাৎ শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-কর্মচারীদের ছুটি আজ থেকেই শুরু হয়েছে। ভোটের ছুটির সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটিও আছে। ফলে টানা কয়েকদিনের এই ছুটিতে রাজধানী ঢাকা ছেড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষকে। বেশ কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কেউ কেউ যেমন ভোট দিতে নিজ নির্বাচনি এলাকায় যাচ্ছেন, কেউ আবার নিজের এলাকার বাইরে অন্য কোনো এলাকায় যাচ্ছেন ঘুরতে। যদিও কোনো নির্বাচনি এলাকায় সেখানকার ভোটার বা বাসিন্দা ছাড়া অন্য কারো অবস্থানের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আছে, তারপরও তারা ঘুরতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। এদিকে, বাস কাউন্টারগুলোয় ও রাস্তায় যেমন মানুষের চাপ দেখা গেছে, তেমনি যানবাহন সংকটের অভিযোগও করছেন কেউ কেউ। পরিবহণ শ্রমিকদের কয়েকজন বলছেন, সরকারের উদ্যোগে বাস রিকুইজিশন করায় রাস্তায় বাসের সংখ্যা কম, ফলে যাত্রীদের কিছুটা সংকটে পড়তে হচ্ছে। আবার ভোটগ্রহণ উপলক্ষ্যে আজ মধ্যরাত থেকে মোটরসাইকেল চলাচল এবং বুধবার রাত ১২টা থেকে সারা দেশে ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকবে। এ কারণেও আগেভাগেই গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করছেন অনেকে। মোটরসাইকেল চলাচল শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত এবং অন্য যানবাহনগুলোর চলাচল ভোটগ্রহণের দিন রাত ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

সারা দেশে ৪০ শতাংশের বেশি ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ, চিহ্নিত করা হয় কীভাবে

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে সারা দেশের ৪২ হাজারেরও বেশি ভোটকেন্দ্রে। এর মধ্যে ৪০ শতাংশের ওপরে ভোটকেন্দ্রকে নানা কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এই নির্বাচনে সারা দেশের তুলনায় ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকার ১৫টি আসনে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যাও বেশি বলে জানাচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। পুলিশের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকার ২,১৩১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১,৬১৪টি ভোটকেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সারা দেশের ভোটকেন্দ্রগুলোর অবস্থান, অতীত সহিংসতার তথ্যসহ নানা বিষয় বিবেচনায় রেখে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা তৈরি করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। শনিবার সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ঢাকা-১৪, ১৬ ও ১৮ আসনের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও নির্বাচনি প্রস্তুতি নিয়ে একটি ব্রিফিং করা হয়। সেখানে বলা হয়, ঢাকার দুইটি আসনকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ আসন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবারও নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও নির্বাচন কমিশন কয়েক দফায় বৈঠকও করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ এই কেন্দ্রগুলোকে পুলিশের ভাষায় বলা হয়ে থাকে গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, “রিটার্নিং কর্মকর্তা যে-সব কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করবে, সেখানে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইসির পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।”

পুলিশ বলছে, যে-সব কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে বাড়তি পুলিশ, সিসি ক্যামেরা ও বডিওর্ন ক্যামেরাও থাকবে।

ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা হয় কীভাবে?

এবারের নির্বাচনে একই দিনে সারা দেশের ২৯৯টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। শেরপুর-৩ আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যুতে ওই আসনের ভোট স্থগিত করা হয়েছে গত সপ্তাহে। জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগে বেশ কিছু বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী আসনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ বা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করে থাকে। সাধারণত নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করার পরই পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কয়েকটি মানদণ্ডকে সামনে রেখে 'ঝুঁকিপূর্ণ' কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করে। এক্ষেত্রে, অতীতে যে-সব কেন্দ্রে সহিংসতা, ভাঙচুর বা ব্যালট ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায় রাখা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা তৈরি করা হয়। অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চল, দুর্গম চরাঞ্চল বা সীমান্তবর্তী এলাকার কেন্দ্রগুলোকেও রাখা হয় ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকায়। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বাড়ি কিংবা প্রভাবশালী কোনো রাজনৈতিক নেতার বাড়ির পাশে যদি কোনো ভোটকেন্দ্র থাকে, সেটিও রাখা হয় এই তালিকায়। ভঙ্গুর যাতায়াত ব্যবস্থা, কিংবা যে জায়গায় কোনো ধরনের সহিংসতা ঘটলে সহজে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পৌঁছাতে পারে না, সেই কেন্দ্রগুলোকেও 'ঝুঁকিপূর্ণ' কেন্দ্রের তালিকায় রাখা হয়। এছাড়া যে-সব ভোটকেন্দ্রে অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে, প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীর নেই, সেই সব কেন্দ্রকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঢাকার আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ইউনুচ আলী বিবিসি বাংলাকে বলেন, “সব কিছু বিবেচনায় নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ঝুঁকিপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করে থাকেন। সেই অনুযায়ী, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয় নির্বাচন কমিশন।” এবার নির্বাচনের আগেই ঝুঁকিপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করে সেই অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাজানো হয়েছে।

ঢাকায় ঝুঁকিপূর্ণ কতগুলো কেন্দ্রে?

ঢাকায় জেলা ও সিটি করপোরেশন মিলিয়ে মোট আসন রয়েছে ২০টি। এর মধ্যে সিটি করপোরেশন এলাকায় রয়েছে ১৫টি সংসদীয় আসন। আর সিটি করপোরেশন এলাকার বাইরে ঢাকা জেলায় আসন রয়েছে পাঁচটি। সেগুলো হলো- ঢাকা-১, ঢাকা-২ ও ঢাকা -৩ এবং ঢাকা ১৯ ও ঢাকা-২০। ঢাকার পুলিশ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সিটি করপোরেশন এলাকার বাইরে ঢাকা জেলায় যে পাঁচটি আসন রয়েছে, তাতে মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৮৯৩টি। এর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বা অধিক 'ঝুঁকিপূর্ণ' কেন্দ্র ধরা হয়েছে ৬৮টি ভোটকেন্দ্রকে। আর ঝুঁকিপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ধরা হয়েছে ৩২টিকে। বাকি ৭৯৩টি কেন্দ্র সাধারণ কেন্দ্র হিসেবেই বিবেচনা করছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। তবে, এবারের নির্বাচনে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সিটি করপোরেশন এলাকার অধিভুক্ত ১৫টি আসন। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তালিকায় দেখা গেছে, ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকার ২,১৩১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১,৬১৪টি ভোটকেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র রয়েছে ঢাকা-১৮ আসনে। এই আসনে ২১৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৮৯টি ঝুঁকিপূর্ণ।

অন্য আসনগুলোর মধ্যে ঢাকা-৪ আসনের ১১৫টির মধ্যে ৯৩টি, ঢাকা-৫ আসনের ১৫০টির মধ্যে ১৩৬টি, ঢাকা-৬ আসনের ১০০টির মধ্যে ৭৯টি, ঢাকা-৭ আসনের ১৬৪টির মধ্যে ১১৮টি, ঢাকা-৮ আসনের ১০৮টির মধ্যে ৮৭টি, ঢাকা-৯ আসনের ১৬৯টির মধ্যে ১৩০টি, ঢাকা-১০ আসনের ১৩৬টির মধ্যে ৯০টি, ঢাকা-১১ আসনে ১৬২টির মধ্যে ১২৮টি, ঢাকা-১২ আসনে ১৩০টির মধ্যে ৭৩টি, ঢাকা-১৩ আসনে ১৩৮টির মধ্যে ১১০টি, ঢাকা-১৪ আসনে ১৫৩টির মধ্যে ১২৪টি, ঢাকা-১৫ আসনে ১২৭টির মধ্যে ৮৩টি, ঢাকা-১৬ আসনে ১৩৭টির মধ্যে ১১টি এবং ঢাকা-১৭ আসনের ১২৪টির মধ্যে ৬৩টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা থাকবে সাথে সিসিটিভি ইন্সটল করা হবে।

কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন থাকবে?

ঢাকাসহ সারা দেশের ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলোর বেশিরভাগেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এছাড়াও, এসব কেন্দ্রে যারা পুলিশের দায়িত্ব পালন করবে, তাদের সাথে থাকবে বডিওর্ন ক্যামেরা। এবারের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো সশস্ত্র বাহিনীকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সারা দেশে এক লাখেরও বেশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নির্বাচনি নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে বলা হয়েছে সারা দেশের ৪২ হাজার ৭৬১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে যেগুলো সাধারণ ভোটকেন্দ্র, সেগুলোতে অস্ত্রসহ দুইজন পুলিশ, আনসার ভিডিপি, গ্রাম পুলিশ কেন্দ্রের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করবে। মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরের যে-সব কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ বা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সেখানে তিন থেকে চারজন অস্ত্রসহ পুলিশ কেন্দ্রের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করবেন। তবে আনসার, ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশের সংখ্যা একই পরিমাণে থাকবে। অন্যদিকে, মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে যে-সব ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে অস্ত্রসহ পুলিশ থাকবে চারজন করে।

বাংলাদেশ পুলিশের মুখপাত্র (এআইজি) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, এবারের নির্বাচনে সারা দেশে ১ লাখ ৫৭ হাজার পুলিশ কেন্দ্রের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করবে। তাদের সাথে সাপোর্টিং হিসেবে আরো ৩০ হাজার পুলিশ বাহিনীর সদস্য। পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, এবারের নির্বাচনে সারা দেশের পুলিশের ৮৮ শতাংশই নির্বাচনের মাঠে দায়িত্ব পালন করবে। পুলিশের এআইজি মি. হোসেন বিবিসি বাংলাকে জানান, ১২

ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রগুলোতে ২৫ হাজারের বেশি বডিওর্ন ক্যামেরা থাকবে। এর মধ্যে ১৫ হাজার বডিওর্ন ক্যামেরা অনলাইন ও ১০ হাজার বডিওর্ন ক্যামেরা থাকবে অফলাইন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের 'সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত' দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ১৩তম

২০২৫ সালের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান হয়েছে ১৩তম। এর আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ছিল ১৪তম অবস্থানে। জার্মানির বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) যে তালিকা করেছে, সেখানে এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। মঙ্গলবার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) 'দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই)-২০২৫' প্রকাশ করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। সূচকটি তৈরি করা হয়েছে ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে। টিআইবি জানিয়েছে, বিশ্বের ১৮২টি দেশের মধ্যে ১০০-তে ২৪ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম এবং উচ্চক্রম অনুযায়ী অবস্থান ১৫০তম।

টিআইবি মনে করছে, এ বছর বাংলাদেশের এক পয়েন্ট স্কোর বৃদ্ধির পেছনে জুলাই অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে সূচিত গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন অর্জনে অব্যবহিত ইতিবাচক সম্ভাবনার প্রভাব কাজ করেছে। তবে রাষ্ট্র সংস্কার প্রক্রিয়ার অগ্রগতি না হওয়ায়, আদতে বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থানের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। প্রতিবেদন প্রকাশের সময় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। আগের রাজনৈতিক সরকারের মতো এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেরও ব্যর্থতা আছে, তবে এর পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতা ও আমলাতন্ত্রের দলীয়করণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। "এতটুকু সময়ে রাষ্ট্র সংস্কার করে ফেলবে, সরকারের কাছে এমন প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু ফাউন্ডেশন স্থাপন করবে, এই প্রত্যাশা ছিল। সেখানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের ব্যর্থতার সাথে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক দল ও পুরোনো নিয়মে আমলাতন্ত্রের দলীয়করণ।" উল্লেখ্য, এ বছর ৮৯ স্কোর নিয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকার শীর্ষে আছে ডেনমার্ক। আর ৯ স্কোর নিয়ে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকার শীর্ষে আছে সাউথ সুদান ও সোমালিয়া। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের স্কোর-৩৯। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মাঝে আফগানিস্তানের স্কোর-১৬, পাকিস্তানের স্কোর-২৮, শ্রীলঙ্কার ৩৫, নেপালের ৩৪, এ অঞ্চলের সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ভুটান। ১০০-এর মধ্যে ৭১ স্কোর নিয়ে তাদের অবস্থান ১৮তম।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

দায়িত্ব ছাড়তে চান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুল মতিন ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তিনি। উপাচার্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিয়মিত শিক্ষকতায় ফিরতে চান বলেও জানান তিনি। তবে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে যেন কোনো শূন্যতা তৈরি না হয়, সেজন্য সরকার কিছু সময় নিতে চাইলে তিনি সেটি বিবেচনা করতে রাজি আছেন বলেও জানান মি. খান। তিনি বলেন, "এই পর্যায়ে এসে আমি দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চাই। তবে ধারাবাহিকতা ও শূন্যতা কমাতে অংশীজনরা যদি আমাকে রাখতে চান, আমি বিবেচনা করব।" সরে দাঁড়ানোর কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, আপদকালীন বা বিশেষ পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিলেও, এখন পরিস্থিতি অনেকটা স্থিতিশীল হয়েছে। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক সরকার দায়িত্ব নিয়ে তাদের মতো প্রশাসন সাজাবে। মি. খান বলেন, "বিশেষ ধরনের পরিস্থিতিতে এই দায়িত্ব পেয়েছিলাম, খুবই আপদকালীন পরিস্থিতি ছিল।" এখনো সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভালো ফলাফলও দেখা যচ্ছে," বলেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ এলিনা)

কুমিল্লার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সিকে বহিষ্কার করল বিএনপি

বিতর্কিত বক্তব্যের জেরে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মঞ্জুরুল আহসান মুন্সিকে দলীয় সকল পদ থেকে বহিষ্কার করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি। মঙ্গলবার রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভীর স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, "দলীয় নীতি, আদর্শ এবং সংগঠন পরিপন্থি বক্তব্য ও কার্যকলাপের জন্য বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জি. মঞ্জুরুল আহসান মুন্সিকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলীয় সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।" জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি বক্তব্যের কারণেই তার বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিও'র একটি অংশে মি. মুন্সিকে স্থানীয় ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়, "যদি ক্ষমতায় বিএনপি থাকে আর যদি আপনারা অন্য দলকে ভোট দেন, আমি কিন্তু আপনাদের কাউকে ছাড়বো না।" "ঘরবাড়ি সব পুড়াইয়া ছারখার করে দেব, আমি কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে বলতেছি। মনে করেন না ভয় দেখাচ্ছি, আমি পরিষ্কার করে বলতেছি, কথাগুলো রেকর্ড করে বলে দিতে পারেন গিয়া," বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ভাইরাল হওয়া এই ভিডিও এবং বক্তব্যের বিষয়ে কথা বলতে বিএনপি নেতা মঞ্জুরুল আহসান মুন্সির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তার নম্বর বন্ধ পাওয়া গেছে। কুমিল্লা-৪ সংসদীয় আসনে ঋণখেলাপির দায়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের

মনোনয়ন বাতিল হয় বিএনপির এই সাবেক সংসদ সদস্যের। ওই আসনেই জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৬ নারগীস)

এখন প্রচার চালালে প্রার্থিতা বাতিল, সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ শনিবার পর্যন্ত

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি হতে যাওয়া বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন কোনো প্রার্থী ভোটের প্রচারণা চালালে, সেটি নির্বাচনি বিধিমালা লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে, যার ফলে তার প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যেতে পারে। গত ২২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে এটি শেষ হওয়ার কথা। সেই হিসাবে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায় নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণার সময় শেষ হয়েছে। এরপর আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় কোনো জনসভা, মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত ইসির ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা, অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় কোনো ধরনের জনসভা, মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না। এছাড়া, নির্বাচনি আচরণবিধি অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনি এলাকায় ব্যবহৃত নিজ নিজ প্রচারণা সামগ্রী প্রার্থীকে নিজ দায়িত্বে অপসারণ করার কথা রয়েছে। এদিকে, প্রচারণার শেষদিনে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে দৌড়াতে দেখা গেছে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের। নানান ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের পক্ষে ভোট চেয়েছেন তারা। অনেক জায়গায় প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা সোমবার রাতভর নির্বাচনি গণসংযোগ করেছেন। বিশেষ করে বাজার, লঞ্চঘাট, বাস টার্মিনালসহ রাতে যে-সব এলাকা জমজমাট থাকে, সেসব এলাকায় সারারাত ভোটের প্রচারণা চলতে দেখা গেছে।

এর বাইরে, অনেক জায়গায় প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা কেন্দ্রগুলো সারারাত খোলা দেখা গেছে। ফজরের নামাজ শেষেও অনেক প্রার্থী ভোট চাইতে বের হন। এর আগে, সোমবার সন্ধ্যার পর রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ বেতারে ভাষণ দেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। এবারের নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের এই দুই নেতা নিজ নিজ দলের পক্ষে ভোট চান। আগের দিন রোববার একইভাবে ভাষণ দিয়ে ভোট চেয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হক।

৪৮ ঘণ্টার ক্ষণ গণনা শুরু

মঙ্গলবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের প্রচারণা শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারির ভোট শুরু হওয়ার ক্ষণ গণনা। বৃহস্পতিবার সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি, একইসঙ্গে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। সেজন্য আগের নির্বাচনগুলোর চেয়ে এবার ভোটের সময় একঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে একটানা চলবে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। সেদিন দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৯৯টি আসনে একযোগে ভোটের ভোট অনুষ্ঠিত হবে। শেরপুর-৩ আসনে সম্প্রতি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মারা যাওয়ায়, সেখানে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। ওই আসনে পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর এবারই প্রথম ভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ৫৯টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে এবার ৫১টি দল ভোট করছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না আওয়ামী লীগ। এবারের নির্বাচনে সব মিলিয়ে দুই হাজারের মতো প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে আড়াইশ'র বেশি স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।

দুই ঘণ্টা পরপর ভোটের তথ্য সংগ্রহ

ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পর প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর নির্বাচনি পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও ভোট প্রদানের হারের বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে নির্বাচন কমিশন। এই কার্যক্রম ভোটগ্রহণের দিন সকাল সাড়ে ৭টা হতে শুরু করে বেসরকারি ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সোমবার নির্বাচন কমিশন থেকে প্রকাশিত পরিপত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এদিকে, সমালোচনার মুখে ভোটকেন্দ্র মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে ইসি। সোমবার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, নির্বাচন কমিশনের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভোটকেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন ভোটার, প্রার্থী বা তাদের এজেন্ট, সাংবাদিক ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা। তবে গোপন কক্ষ বা ব্যালট স্ট্যাম্পিং রুমে মোবাইল নিষিদ্ধ থাকবে। “মোবাইল ফোন নিয়ে ভোটার, প্রার্থী বা তাদের এজেন্টরা ভেতরে যাবেন। সাংবাদিক ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা ছবি তুলবেন, কিন্তু গোপন কক্ষ বা যেখানে স্ট্যাম্পিং হয়, সেখানে মোবাইল নিয়ে কেউ প্রবেশ করবেন না। এভাবে পরিপত্রটা আমরা সংশোধন করে দিচ্ছি, যাতে এর ব্যাপারে কোনো রকমের দ্বিধা না থাকে,” বলেন তিনি। তিনি আরো বলেন, “তবে এখানে কিছু বিধি-নিষেধ থাকবে। যেমন : পোলিং এজেন্টস, পোলিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিজাইডিং অফিসার-তাদের সঙ্গে মোবাইল রাখার বিধান নেই। সেইসঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক সদস্য থাকেন, তাদের জন্যও

একই বিধান প্রযোজ্য। নিয়মানুযায়ী, তারা কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশের আওতার বাইরে থাকবেন।" সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের কেন্দ্রে প্রবেশের সময় মোবাইল ফোন সঙ্গে না রাখতে দেওয়ার বিষয়ে কমিশনের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য বিভিন্নভাবে একাধিকবার উত্থাপিত হলে কমিশন আলোচনা সাপেক্ষে পরিপত্রের এই সুনির্দিষ্ট অংশটুকু বাতিল করেছে বলে জানান তিনি।

বহিরাগতদের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির ভোটকে প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচনি এলাকায় বহিরাগতদের অবস্থানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নির্বাচনি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, নির্বাচন কমিশনের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার বাসিন্দা বা ভোটার ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে ভোটগ্রহণ শেষের ২৪ ঘণ্টা পর পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় অবস্থান করতে পারবেন না। এ নিষেধাজ্ঞা ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। সোমবার ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. শহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠি থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে সারা দেশে পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভোটের সময় শপিং মল, রাইড শেয়ারিংসহ বন্ধ থাকবে কোন কোন সেবা

"সকালে গেছিলাম ট্রেন স্টেশনে, টিকিট পাই নাই। সেখান থেকে এই বাস টার্মিনালে আসছি, কিন্তু বাসেও সিট পাচ্ছি না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মিরপুরের একটি পোশাক কারখানার কর্মী তাজুল ইসলাম। কারখানা ছুটি হওয়ায় মঙ্গলবার সকালে পরিবার-পরিজন নিয়ে টাঙ্গাইলের গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন মি. ইসলাম। মহাখালী বাস টার্মিনালে যখন তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, ঘড়ির কাঁটায় তখন সময় প্রায় বেলা ১২টা। বাসে সিটের অপেক্ষায় মি. ইসলাম ও তার পরিবারের সদস্যরা ইতোমধ্যেই দেড় ঘণ্টার বেশি সময় করে ফেলেছেন। দিনের আলো থাকতে গ্রামে পৌঁছাতে পারবেন কি-না, সেটিও নিশ্চিত নন। "তারপরও গ্রামে যাচ্ছি, কারণ অনেক বছর ভোট দিতে পারি নাই। এবার নিজের ভোটটা দিতে চাই," বলেন মি. ইসলাম। ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে সরকারি নির্দেশে মঙ্গলবারেই বন্ধ হয়ে গেছে শিল্প-কারখানা। বুধ-বৃহস্পতিবার সাধারণ ছুটি, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শুক্র-শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটি। লম্বা এই ছুটিতে অনেকে ঢাকা ছাড়তে শুরু করায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই যাত্রীদের চাপ লক্ষ্য করা গেছে শহরটির বাস, ট্রেন ও লঞ্চ টার্মিনালে। অন্যদিকে, ভোটের আগের দিন থেকে বিভিন্ন শপিংমল ও বড়ো বড়ো বাজার সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘোষণায় অনেকে জরুরি কেনাকাটাও সেরে নিচ্ছেন। "দোকানদারেরা বেশিরভাগই গ্রামে চলে, গাড়ি-ঘোড়াও বন্ধ থাকবে শুনছি। আবার ভোটে জয়-পরাজয় ঘিরে কী হয়, না হয়, ফের কবে মার্কেট খোলে, না খোলে। সবদিক ভেবেই একটু বেশি করে বাজার-সদায় করে রাখছি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ঢাকার পান্থপথ এলাকার বাসিন্দা শিরিন সুলতানা। ভোটের সময় ঠিক কোন কোন সেবা বন্ধ থাকবে এবং কোনগুলো খোলা থাকবে, চলুন জেনে নেওয়া যাক।

সীমিত থাকছে মোবাইল ব্যাংকিং

বৃহস্পতিবারের সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিসে (এমএফএস) আর্থিক লেনদেন সীমিত রাখার নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেটি অনুযায়ী, ৮ ফ্রেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের দিন রাত ১২টা পর্যন্ত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ১০ হাজার টাকার বেশি অর্থ লেনদেন করা যাবে না। ১০ হাজার টাকা পাঠাতে গেলেও, সেটি পাঠাতে হবে ১০ বারে। অর্থাৎ প্রতিবার এক হাজার টাকার বেশি পাঠানো যাবে না। ইতোমধ্যেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এ-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান। তবে গ্রাহক পর্যায়ে অর্থ লেনদেন করা গেলেও বন্ধ রয়েছে বিকাশ, নগদ, রকেটসহ অন্যান্য এমএফএস অ্যাপের ক্যাশ-ইন ও ক্যাশ-আউট সেবা। মূলত, নির্বাচনের সময় অবৈধ অর্থের লেনদেন ঠেকানোর লক্ষ্যে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে এজেন্ট পর্যন্ত সব ধরনের গ্রাহকের ক্যাশ-ইন ও ক্যাশ-আউট সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কাজেই এই সময়ের মধ্যে গ্রাহকেরা কোনো এজেন্টের কাছ থেকে নগদ টাকা তুলতে পারবেন না। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ আরেক নির্দেশনায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশনা দিয়েছে, তারা যেন গ্রাহকপ্রতি দৈনিক এক লাখ টাকার বেশি নগদ লেনদেন না করেন। নির্বাচনের সময় আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বন্ধ থাকবে দোকানপাট, শপিংমল

ভোট উপলক্ষ্যে আগামী বুধবার ও বৃহস্পতিবার ঢাকাসহ সারা দেশে বড়ো বড়ো সব দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং শপিংমল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতি। সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান মাহমুদ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছেন। সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতি এবং ঢাকা মহানগর দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির যৌথ সভায় গৃহীত হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত ব্যবসায়ী ও তাদের কর্মচারীরা যে যার এলাকায় গিয়ে যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সেজন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া

হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী শুক্রবার দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং শপিংমল আবারও খুলবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ঢাকার বসুন্ধরা শপিংমল কিংবা নিউ মার্কেট বন্ধ থাকলেও, খোলা থাকবে পাড়া-মহল্লার মুদি দোকান ও সবজি বাজার। "আমরা বড়োজোর হাফ বেলা বন্ধ রাখতে পারি। সকালে ভোটে দিয়ে এসে দোকান খুলবো," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তেজগাঁও এলাকার মুদি দোকানি মিজানুর রহমান। তবে, ট্রাক ও পিকআপ ভ্যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভোটের আগে-পরে বাজারে পণ্যের সরবরাহ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ীরা।

যান চলাচলে বিধি-নিষেধ

নির্বাচন ঘিরে যানবাহন চলাচলে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে নির্বাচনের আগের রাত থেকেই দূরপাল্লা কিংবা স্বল্পপাল্লার যানবাহন চলাচল সাময়িক সময়ের জন্য কার্যত বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত মোট ৭২ ঘণ্টা মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। ফলে বন্ধ থাকবে রাইড শেয়ারিং অ্যাপের মোটরসাইকেল সার্ভিস। এছাড়া পিকআপ, মাইক্রোবাস, ট্রাক, লঞ্চ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে ১১ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে ভোটের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসন ও অনুমতিপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকদের যানবাহন এই আওতামুক্ত থাকবে। জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন, ঔষধ, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও অনুরূপ কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং সংবাদপত্র বহনকারী সকল ধরনের যানবাহনও চলাচল করতে পারবে। বিদেশগামী যাত্রী বা বিদেশ ফেরত আত্মীয়-স্বজনদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিমানবন্দরগামী বা বিমানবন্দর থেকে আসা যানবাহন চলাচলের সুযোগ থাকবে, তবে এক্ষেত্রে টিকিট বা অনুরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করতে হবে। এর বাইরে গণমাধ্যমকর্মী, নির্বাচন পর্যবেক্ষকসহ জরুরি কোনো সেবায় ব্যবহৃত যানবাহন এবং মোটরসাইকেল- নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং কর্মকতার অনুমোদন সাপেক্ষে সড়কে চলাচল করতে পারবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

পর্যটন কেন্দ্র খোলা থাকবে?

ভোটের সময় লম্বা ছুটি পেয়ে অনেকেই হয়ত ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু তাদের মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা ইস্যুতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বাড়তি তৎপরতা থাকে। ভ্রমণের ক্ষেত্রে আইনগত বাধা না থাকলেও, নিরাপত্তার স্বার্থে বাড়তি চেকপোস্ট, হোটেলে অতিথিদের পরিচয় ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জবাবদিহি এমন বিষয়গুলোও আগের নির্বাচনগুলোতে দেখা গেছে। এছাড়া ভোটকে প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচনি এলাকায় বহিরাগতদের অবস্থানের ওপর ইতোমধ্যেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নির্বাচনি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, নির্বাচন কমিশনের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার বাসিন্দা বা ভোটার ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে ভোটগ্রহণ শেষের ২৪ ঘণ্টা পর পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় অবস্থান করতে পারবেন না। এ নিষেধাজ্ঞা ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। সেজন্য পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও বিষয়টি আমলে নিয়ে ভোটের সময় তাদের কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। "নির্বাচনের আগের রাত থেকেই কোনো প্রকার প্যাকেজ, কোনো প্রকার কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করছি না। তবে, পরের দিন থেকে দেশের ভেতরে কিংবা বাইরে সব ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্যাকেজ চালু থাকছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের (টোয়াব) প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রাফিউজ্জামান।

খোলা থাকবে জরুরি সেবা

ভোট উপলক্ষ্যে সরকার দু'দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলেও জনস্বার্থে জরুরি সেবাগুলো চালু থাকছে। সরকারি-বেসরকারি সকল হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা আগের মতোই সেবা দেবেন। ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর সরবরাহ ও বিপণনে বাধা থাকবে না। বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও জ্বালানি সরবরাহ সংস্থা এবং ফায়ার সার্ভিস পূর্ণ মাত্রায় সচল থাকবে। টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা, ডাক বিভাগ এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট যানবাহন সচল থাকবে। দেশের সব সমুদ্র ও স্থলবন্দর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চালু থাকবে, যাতে পণ্য আমদানি-রপ্তানি ব্যাহত না হয়। পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও মাঠে থেকে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশের 'সোয়া এক কোটি' হিন্দুকে কেন একজোট হতে বললেন আরএসএস প্রধান?

ভারতের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী সংগঠন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের প্রধান বাংলাদেশের হিন্দুদের একজোট হয়ে 'লড়াই' করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতসহ বিশ্বের হিন্দুরা এতে সমর্থন করবে বলেও ভরসা দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে মুম্বাইয়ের একটি অনুষ্ঠানে আরএসএসের 'সরসঙ্ঘচালক' বা প্রধান মোহন ভাগবতকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "এবার বাংলাদেশের হিন্দুরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও না পালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।" আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দেওয়া একটি বক্তৃতার পরে শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন মি. ভাগবত। তবে বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে এই প্রথম যে তিনি মুখ খুললেন, তা নয়।

ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় একটি সেমিনারেও তিনি বাংলাদেশের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপরে হামলা বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত সরকারও ঢাকার কাছে একাধিকবার আবেদন করেছে। তবে প্রতিবারই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এইসব হামলা যে সংগঠিতভাবে হচ্ছে, সেই তত্বও খারিজ করে দিয়েছে।

কী বলেছেন মোহন ভাগবত?

মুম্বাইয়ের ওই অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেন, "বাংলাদেশে এখনো সোয়া এক কোটি হিন্দু আছেন। যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হন, তাহলে সেখানকার রাজনৈতিক পরিসরকে নিজেদের অনুকূলে, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করতে পারবে। তবে এর জন্য তাদের একজোট হতে হবে।" "খুশির খবর এই যে, এবার তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পালাবে না, ওখানেই থাকব আর লড়াই করব। তারা যদি লড়াই করতে যান, তাহলে একতা জরুরি। যত দ্রুত তারা ঐক্যবদ্ধ হবেন, ততই মঙ্গল," বলেন তিনি। তার কথায়, "বাংলাদেশের বর্তমানে যত হিন্দু আছেন, তারা নিজেদের অবস্থার অনেকটাই উন্নতি করতে পারবেন। এখানে, আমাদের সীমানার মধ্যে থেকে, আর বিশ্বের হিন্দুরা তাদের নিজেদের জায়গা থেকে তাদের জন্য অনেক কিছুই করতে পারবেন, করবেনও। আমি আপনাদের এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি।" "কিন্তু এর জন্য ওখানে সমাজের অভ্যন্তরে একটা শক্তি গড়ে তোলা দরকার," মন্তব্য মোহন ভাগবতের। একইসঙ্গে তিনি বলেন, "এর লক্ষ্য হবে সমাজে সচেতনতা আর নিরাপত্তার প্রস্তুতি," যার জন্য সিভিল ডিফেন্সের পাঠ্যক্রম আছে। "সংঘের কর্মকর্তা মুখের ভাষা শুনেই সন্দেহজনক অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে প্রশাসনকে খবর দেয়," বলেও মন্তব্য করেছেন মোহন ভাগবত। তিনি এও বলেন যে, চিহ্নিতকরণ আর নির্বাসনের প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে শুরু হয়ে গেছে এবং এই প্রক্রিয়ার গতি বাড়বে। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে বেশ কিছু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে এর আগে, বিহারে বা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গসহ যে ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, তাতে ঠিক কতজন 'অনুপ্রবেশকারী' চিহ্নিত করা গেছে, সেই তথ্য নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে কোনো সাংবিধানিক সংস্থাই জানায়নি। জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতার জন্য তিনটি মূল কারণকে দায়ী করেন মি. ভাগবত। এগুলো হলো : ধর্মান্তকরণ, অনুপ্রবেশ এবং কম জন্ম হার। এই প্রসঙ্গেই তিনি "তিন সন্তান প্রসব" করার কথাও বলেছেন, তবে সেটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, তাও বলেছেন তিনি।

বাংলাদেশের ভোটের আগেই আরএসএসের এই বক্তব্য

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন হতে চলেছে দু-দিন পরেই। তারই আগে মোহন ভাগবত বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে এই মন্তব্য করায় মনে করা হচ্ছে যে, নির্বাচনের দিকে নজর রেখেই তিনি এই কথাগুলো বলেছেন। তবে বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপরে হামলার বিষয়টি নিয়ে লাগাতার সরব থেকেছে আরএসএস এবং তার সহযোগী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারি হোক বা ডিসেম্বর মাসে হিন্দু গার্মেন্টস শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা- প্রতি ক্ষেত্রেই ভারত থেকে আরএসএস, বিজেপি বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সংগঠনগুলো রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাস বা কলকাতার উপ-দূতাবাস কিংবা আগরতলার সহকারী রাষ্ট্রদূতের দফতর- বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার হচ্ছে বলে প্রতিবাদ দেখিয়েছে আরএসএসের সহযোগী সংগঠনগুলো। দীপু চন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদ জানাতে সম্প্রতি যে-সব বিক্ষোভ হয়েছে বিভিন্ন শহরের বাংলাদেশের ভিসা অফিস বা দূতাবাসগুলোতে, তার প্রেক্ষিতে অনেক জায়গাতেই বাংলাদেশের ভিসা দেওয়া বন্ধ রেখেছে ঢাকা। অন্যদিকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিসেম্বর মাসে বলেছিল যে, 'নিরপেক্ষ সূত্রগুলো' থেকে সংগ্রহ করা তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদকালে সংখ্যালঘুদের ওপরে দুই হাজার নয়শোরও বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে যেমন আছে হত্যা, তেমনই আছে অগ্নিসংযোগ, জমি দখল করে নেওয়ার মতো ঘটনাও। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল যে, এসব ঘটনা অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে বলে সেগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে দেখানো হতে পারে বা এগুলোকে রাজনৈতিক সহিংসতা হিসেবেও দেখানো হতে পারে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্য ভারতের ওই বিবৃতি খারিজ করে দিয়ে বলেছিল, তারা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক অপরাধ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত। মন্ত্রণালয় অবশ্য সেই বিবৃতিতে ভারতের সংখ্যালঘুদের ওপরে কিছু হামলার ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছিল। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

নির্বাচনে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ বন্ধে ইসি কী করছে?

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র পাঁচদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবিরের একজন পান-সিগারেট বিক্রেতার হাতে এক হাজার টাকার নোট গুঁজে দেওয়ার একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে ব্যাপক আলোচনা। জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের ঢাকা-১৫ নির্বাচনি আসনের এলাকা মিরপুরে তার সমর্থনে প্রচারণা চালানোর সময় তাকে ওই টাকা দিতে দেখা যায়। জামায়াতে ইসলামপন্থি এই আইনজীবীর হাতে এ সময় নিজের দলের প্রচারপত্রও ছিল। ভ্রাম্যমাণ একজন বয়োজ্যেষ্ঠ পান, সিগারেট বিক্রেতার সাথে শনিবার কথোপকথনের এক পর্যায়ে মি. কবির নিজের মানিব্যাগ খুলে এক হাজার টাকার

নোটটি গুঁজে দেন তার হাতে। মি. কবিরের টাকা বিতরণের এরকম দুইটি ভিডিও নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ফলে নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে প্রকাশ্যে এভাবে ভোটারদের অর্থ দেওয়ায়, নির্বাচনি আচরণ বিধিমালার লঙ্ঘন হয়েছে কিনা, সেটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেককেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব হতেও দেখা গেছে। এদিকে, মি. কবির নিজেই তার ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে এই ভিডিওটি আপলোড দিয়ে লিখেছেন, গরিব মানুষকে সাহায্য করাও বিপদ।

আবার, মি. কবির দাবি করেছেন বিভিন্ন গণমাধ্যম এই মানবিক সাহায্যকে অন্যভাবে প্রচার করার হীন চেষ্টা করেছে। কেউ কষ্ট পেলে ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মি. কবির দান হিসেবে অর্থ দিয়েছেন উল্লেখ করে বলেন, "এটিকে রাজনীতীকরণ করার কোনো সুযোগ নেই। নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করার কোনো সুযোগ দেখতেছি না।" যদিও, নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা ভঙ্গের মতো এ ধরনের কোনো অভিযোগ এখনো পাননি বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা বলছেন, নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে যে-কোনো অনিয়মকে আমলে নেওয়া উচিত।

টাকা দেওয়া নিয়ে কী ঘটেছে?

টাকা দেওয়ার ওই ভিডিওতে দেখা যায়, এ এস এম শাহরিয়ার কবির ওই পান বিক্রেতাকে ব্যবসা কেমন চলছে জানতে চাইলে মোটামুটি উল্লেখ করেন তিনি। মোটামুটি কেন মি. কবির আবার জানতে চাইলে ওই বিক্রেতা তাকে বলছিলেন, "দেশের পরিস্থিতি ভালা না, বুঝেন না। সবাইতো ভয়ের মধ্যে, আতঙ্ক।" তখন তিনি জানতে চান, কী ভয়, আতঙ্ক কীসের? এ সময় ওই ব্যক্তি উত্তর দেন, কোন বেলা কী কইরা বয়। আবার প্রশ্ন করে মি. কবির "আমরাতো আপনাদের জন্যই" এমন আশ্বাস দিয়ে ভয়ের কারণ জানতে চান। "নতুন সরকার আইলে কওন যাইবো। এখন সরকার নাই বুঝেন না," বলেন ওই বিক্রেতা। পরে আইনজীবী শাহরিয়ার কবির তার কাছেই জানতে চান কোন সরকার ভালো। বিক্রেতা বলেন, "আইলেতো কওন যাইবো কোনটা ভালা। আমিতো চাই দেশ ভালা চলুক।" এক পর্যায়ে মি. কবির বলেন, "আমরা মুসলমান। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো, কারও ক্ষমতা আছে ভালো করার?" এ সময় ওই ব্যক্তিকে তিনি আবার প্রশ্ন করেন, "রিজিকের মালিক কে? আপনার সঙ্গে এই মুহূর্তে আমার দেখা হবে, এটার মালিক কে?" বয়োবৃদ্ধ ওই বিক্রেতা উত্তরে "আল্লাহ" উচ্চারণ করলে মি. কবির প্রশ্ন করেন, "তাহলে সে যেটা বলছে, তার বাইরে গিয়া দেশ চললে ভালো হবে?" একইসাথে কতদিন বাঁচবেন এবং কবরে, নাকি দুনিয়ায় বেশি দিন, এমন প্রশ্নও করেন তিনি। বিক্রেতা 'কবর' উত্তর দেওয়ার পর মি. কবির বলেন, "কবরে ভালো থাকতে হবে, তাইলে ওই ব্যবস্থাটা করতে হবে। তাই না।" কথোপকথন শেষ করে এই পর্যায়ে মি. কবির মানিব্যাগ থেকে এক হাজার টাকার নোটটি বের করে বিক্রেতাকে দিয়েই, সঙ্গীদের চলেন বলে সামনে এগোতে দেখা যায় ভিডিওটিতে।

এরকম আরেকটিতে ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি ছোট শিশুদের হাতে ব্যাডমিনটন কেনার জন্য টাকা তুলে দিচ্ছেন। তিনজনের হাতে টাকা তুলে দিয়ে তিনি বলছেন, "এডি আবার ভিডিও করে দেখায়া বইলো না যে, আমি ভোটের জন্য টাকা দিসি। তোমাদের র‍্যাকেটের জন্য টাকা দিছি কিন্তু।" যদিও ভেরিফায়েড ফেইসবুক পেইজে মি. কবির দুইটি ঘটনার জন্যই ক্ষমা চেয়েছেন। পান-সিগারেট বিক্রেতাকে টাকা দেওয়ার বিষয়টিকে মানবিক বিষয় উল্লেখ করে তিনি একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মি. কবির লিখেছেন, "আমি গত শনিবারে মিরপুর এলাকায় ব্যক্তিগতভাবে জামায়াতের সমর্থনে গণসংযোগকালে একজন পান ও সিগারেট বিক্রেতার সাথে আমার সাক্ষাৎকালে জানতে পারি যে, তার সারাদিন তেমন বেচা বিক্রি হয় নাই এবং আমি সবার সম্মুখে ক্যামেরার সামনে এক হাজার টাকা দান করি মানবিক দিক বিবেচনা করে। ওই একই স্থানে আমি বাচ্চাদের র‍্যাকেট কেনার কিছু টাকা গিফট করি এবং মিডিয়াকে আমি স্পষ্টভাবে বলি, এই মানবিক সাহায্যকে আপনারা অন্যভাবে দেখবেন না বা দেখার সুযোগ নেই।" একইসাথে এই ঘটনায় "মানুষ হিসেবে কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী" বলেও লিখেছেন তিনি।

নির্বাচনি আচরণ বিধিমালায় কী আছে?

গত ১০ নভেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান বা অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যাবে কিনা, সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এই বিধিমালায়। এতে বলা হয়েছে, কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে ওই প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা ওই এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান বা উপঢৌকন দেওয়া বা দেওয়ার অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না। নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ভোটের আগে এ রকম সরাসরি ভোটারকে অর্থ দেওয়ার ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে নির্বাচন কমিশনের সেটি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষক জেসমিন টুলি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ইলেকশন কমিশনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এটা অ্যাভয়েডকরা উচিত না আসলে। এটাতো আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ ভোটারদের পয়সা দিয়ে কেনা।" বাংলাদেশে এমনিতেই সাধারণত নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয় উল্লেখ করে তিনি জানান, নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে যে-কোনো অনিয়মকে আমলে নেওয়া উচিত। "নির্বাচনি শুদ্ধতার জন্য দরকার, প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, সেজন্য ছোটো হোক, বড়ো হোক, সব ধরনের বিষয়কে আমলে নেওয়া উচিত। চাক্ষুষ এ রকম প্রমাণ থাকলে সেটাতো আরো খারাপ" বলেন এই নির্বাচন পর্যবেক্ষক।

নির্বাচন কমিশন যা বলছে

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত এ ধরনের অভিযোগ স্থানীয় ইলেকটোরাল এনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন কমিটির কাছে করা যাবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "অভিযোগটা করবেন স্থানীয় ইলেকটোরাল এনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন কমিটির কাছে। তাদের কাছে অভিযোগটা করলেই সবচেয়ে বেশি সমীচীন হবে।" কোনো প্রার্থী বা তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে ভোটারদের টাকা দেওয়া, বিকাশে টাকা বিকাশ করা বা ব্যাংক লেনদেনের মতো আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠলে নির্বাচন কমিশন কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়, এমন প্রশ্নও মি. আহমেদের কাছে করা হয়। নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচারিক দায়িত্ব পালনকারীরা শাস্তির সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান ইসি সচিব। "এটা অনেক ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আছে। অ্যাডজুডিকেশন, বিচারিক দায়িত্বে যারা আছেন, তারা যে সিদ্ধান্তটা নেবেন, সেটাই গ্রহণীয়। সেটা জরিমানা হতে পারে, জেলও হতে পারে," বলেন মি. আহমেদ। তবে এ ধরনের অভিযোগ সাধারণত স্থানীয় ইলেকটোরাল এনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন কমিটির কাছে যায় উল্লেখ করে তিনি জানান, এখনো পর্যন্ত এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাননি।

আচরণবিধি লঙ্ঘনে কী করতে পারবে বিচারিক কমিটি?

ভোটের আগে ও ভোটের দিনের অপরাধ ঠেকাতে দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে নির্বাচনের মাঠে থাকবে বিচারিক কমিটি। গত ১৪ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন এই ইলেকটোরাল এনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন কমিটি বা বিচারিক কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। এই বিচারিক কমিটি নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর থেকে ফল ঘোষণার গেজেট প্রকাশ পর্যন্ত নির্বাচনি অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচার করতে পারবে। এই কমিটির অনুসন্ধানের ভিত্তিতে দেওয়া প্রতিবেদনে অনিয়মের প্রমাণ পেলে নির্বাচনের ফলাফল ইসি আটকে দিতে পারবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুযায়ী, ৩০০ আসনে ৩০০ জন বিচারক এই বিচারিক দায়িত্ব পালন করবেন। একইসাথে অনিয়ম তদন্ত করে সুপারিশ পাঠাবেন ইসিতে। ভোটে ঘুস আদান-প্রদান, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চরিত্র নিয়ে মিথ্যা বিবৃতি, অবৈধ প্রভাব, ভোটে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিসহ এরকম নির্বাচনি অপরাধ করলে ন্যূনতম দুই বছর থেকে অনধিক সাত বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, ভোটের দিন কেন্দ্রের চারশো গজের ভেতরে প্রচার, বিশেষ কাউকে ভোট দিতে প্ররোচিত করলে ন্যূনতম ছয় মাসের কারাদণ্ড থেকে অনধিক তিন বছরের দণ্ড ও জরিমানার বিধান রয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

উপদেষ্টাদের সম্পদের হিসাব; কার কতটা বেড়েছে বা কমেছে

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগ মুহূর্তে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও তাদের স্ত্রী বা স্বামীর সম্পদের বিবরণী প্রকাশ হয়েছে। যে বিবরণী অনুযায়ী বেশিরভাগ উপদেষ্টা এবং তাদের স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণই বেড়েছে। অর্থবছর অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ এই সময়ের সম্পদের হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী প্রায় আট মাসের হিসাব এখানে দেওয়া হয়নি। সম্পদের বিবরণীতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের মোট আর্থিক সম্পদ বেড়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকার বেশি। এছাড়া উপদেষ্টা আদিলুর রহমান এবং বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দারের সম্পদ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীর সম্পদ কমলেও, বেশ বেড়েছে তার স্ত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশার মোট সম্পদও। সঞ্চয়পত্র নগদায়ন, সঞ্চয়ী বা মেয়াদি আমানতে বৃদ্ধি এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শেয়ারের কারণে প্রধান উপদেষ্টার মোট সম্পদ বেড়েছে বলে বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও তার স্ত্রী আফরোজী ইউনূসের নন-ফাইনান্সিয়াল সম্পদের পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও, মোট সম্পদের পরিমাণ কমেছে কোটি টাকার কাছাকাছি। এছাড়া উপদেষ্টাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে। মোট হিসেবে সব থেকে বেশি অর্থ-সম্পদের মালিক বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তার পরেই রয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. খলিলুর রহমান। মি. রহমান এবং স্ত্রীর সম্পদের হিসাব একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবরণ অনুযায়ী, তাদের বেশিরভাগ সম্পদই দেশের বাইরে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উপদেষ্টা পরিষদে যোগ দেওয়া সদস্যদের মধ্যে আসিফ মাহমুদ এবং মাহফুজ আলমের সম্পদের হিসাব এই বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি থেকে উপদেষ্টা হওয়া নাহিদ ইসলামের তথ্য, দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সময় তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন।

সম্পদের বিবরণে যা রয়েছে

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে উপদেষ্টা পরিষদে থাকা মোট ২৭ জন এবং তাদের স্ত্রী বা স্বামীর সম্পদের হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পদের বিবরণ অনুযায়ী, উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীর সম্পদ কিছু কমলেও, দেড় কোটি টাকার বেশি সম্পদ বেড়েছে তার স্ত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশার। তার কোটি টাকার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক দায়ও দেখানো হয়েছে। মিজ তিশার মোট সম্পদ ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৬০ টাকা থেকে ২ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫০১ টাকা হয়েছে। মোট সম্পদ বেড়েছে উপদেষ্টা আদিলুর রহমানের, যা ৯৮ লক্ষ ২২ হাজার সাত টাকা থেকে বেড়ে ২ কোটি ৫২ লাখ ৯৯ হাজার ২৬৯ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ দেড় কোটি টাকার সম্পদ বেড়েছে মি. রহমানের। তার স্ত্রীর সম্পদও ৬৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি বেড়েছে। প্রায় দেড় কোটি টাকার সম্পদ বেড়েছে উপদেষ্টা

বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দারের। ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা থেকে তার মোট সম্পদ হয়েছে ৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। তার স্ত্রী সম্পদও বেড়েছে ২৫ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদের মোট সম্পদের পরিমাণ ছয় লাখ টাকার কাছাকাছি বাড়লেও, তার স্ত্রী মিজ পারভীন আহমেদ-এর মোট সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এই এক বছরে তার ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক দায়ও বেড়েছে। কোটি টাকার বেশি সম্পদ বেড়েছে উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের। ব্যাংক আমানত থেকে পাওয়া মুনাফা, ডেভেলপার কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি থেকে আয়- এসব কারণে তার সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল-এর এই এক বছরে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার সম্পদ বেড়েছে। আর তার স্ত্রী শীলা আহমেদ-এর বেড়েছে ৪৩ লক্ষ টাকার সম্পদ। প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ টাকার সম্পদ বেড়েছে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের। তবে তার স্ত্রীর সম্পদ কমেছে। আর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার মোট সম্পদের পরিমাণ ১৬ লক্ষ টাকার মতো বাড়লেও, তার স্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে ২ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার-এর ৫৫ লক্ষ টাকার সম্পদ বেড়েছে। আর তার স্ত্রীর প্রায় বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ। উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান-এর মোট সম্পদের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার মতো বেড়েছে। তার স্ত্রীর বেড়েছে ১০ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। এই সময়ে উপদেষ্টাদের মধ্যে সম্পদ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের। কোটি টাকার বেশি সম্পদ কমেছে তার। আর্থিক বিবরণের শুরুতে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৫ টাকা হলেও, সবশেষ হিসেবে ১ কোটি ১২ লক্ষ ৭২ হাজার ৯২৪ টাকার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তার স্বামীর মোট সম্পদের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। উপদেষ্টা ফারুক ই আজম-এর সম্পদ ১ কোটি ৭৬ লক্ষ থেকে ২ কোটি ২ লক্ষ হয়েছে। তার স্ত্রীরও ৩ লক্ষ টাকার সম্পদ বেড়েছে।

উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেনের সম্পদ বাড়লেও, কমেছে তার স্ত্রীর। মি. হোসেনের ২৬ লক্ষ টাকার সম্পদ বেড়েছে। একইভাবে নিজের সম্পদ কিছু বাড়লেও, কমেছে উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম-এর স্বামীর মোট সম্পদ। বিবরণ অনুযায়ী, দেড় কোটি টাকার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক দায় রয়েছে তার স্বামীর। সম্পদ বেড়েছে উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এবং তার স্বামীর। মিজ আখতারের মোট সম্পদ ৮১ লক্ষ থেকে ১ কোটি ২ লক্ষ হয়েছে বলে বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ-এর মোট সম্পদ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বাড়লেও, তার স্বামী হুমায়ুন কাদের চৌধুরীর মোট সম্পদ কোটি টাকা বেড়েছে। যদিও তার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক দায় কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। মোট সম্পদের পরিমাণ ৮৮ লাখ টাকা থেকে ১ কোটি ১৩ লাখ টাকা হয়েছে উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেনের। তার স্ত্রী সম্পদও কিছু বেড়েছে। উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা এবং তার স্ত্রী উভয়ের মোট সম্পদ কমেছে। টাকার হিসেবে উপদেষ্টাদের মধ্যে সব থেকে ধনী বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তার মোট সম্পদ ৯১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৪২ টাকা থেকে ৯১ কোটি ৬৫ লক্ষ ১০ হাজার ৮৯৫ টাকা হয়েছে। প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সম্পদ বেড়েছে তার স্ত্রীরও। প্রধান উপদেষ্টা বিশেষ সহকারী, দূত এবং উপদেষ্টাদের অনেকের আর্থিক বিবরণও দেওয়া হয়েছে। যেখানে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ এবং তার স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকীর সম্পদের হিসাব বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে অধ্যাপক আলী রীয়াজ ২০২৫ সালের নভেম্বরে উপদেষ্টার পদমর্যাদায় যোগদান করেছেন। এতে করে এই বিবরণীর মধ্যে তার সম্পদের হিসাব দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। আর প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী অবৈতনিক হওয়ায়, তিনি সরকারের কাছ থেকে কোনো সুবিধা নেননি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ক হাই-রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. খলিলুর রহমানের সম্পদের পরিমাণও বেড়েছে। যদিও তার মোট সম্পদের বেশিরভাগই দেশের বাইরে। বিবরণ অনুযায়ী, মি. রহমান এবং তার স্ত্রীর দেশে থাকা সম্পদের পরিমাণ ২২ লক্ষ টাকা। আর ৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৫০ মার্কিন ডলারের মোট সম্পদ রয়েছে দেশের বাইরে। এছাড়া, ১২ লক্ষ মার্কিন ডলারের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক দায় রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী উপদেষ্টাদের বিষয়ে যা জানা গেল

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে তিনজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধিকেও যুক্ত করা হয়েছিল। উপদেষ্টাদের সম্পদের যে বিবরণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে উপদেষ্টা পরিষদে থাকা ছাত্র উপদেষ্টাদের সম্পদের বিবরণও দেওয়া হয়েছে। সম্পদের বিবরণ অনুয়ায়ী উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার মোট সম্পদের পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭১৭ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তার ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর বা টিআইএন না থাকায় আগে তার সম্পদের পরিমাণ কত ছিল, সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। আরেক শিক্ষার্থী উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলমের সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে। বিবরণী অনুযায়ী, ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা থেকে এক বছরে তার সম্পদ হয়েছে ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৭৯ টাকা। উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামের সম্পদের হিসাব এই বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়নি। উপদেষ্টা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করার পর গত ২৬ ফেব্রুয়ারি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে সম্পদের

বিবরণী প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ওই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, “উপদেষ্টা পদে যোগদানের আগে আমার কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। ২১ আগস্ট উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মানী গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারিভাবে সোনালী ব্যাংকে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলি।” ওই অ্যাকাউন্টে ২১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত হিসাবে ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৮৮৬ টাকা জমা হয়েছে এবং ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৮০ টাকা উত্তোলিত হয়েছে বলে জানান তিনি। সোনালী ব্যাংকের এই অ্যাকাউন্ট ছাড়া তার অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট নেই বলেও ওই সময় জানিয়েছিলেন মি. ইসলাম।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

পুরোনো বন্ধু আওয়ামী লীগের থেকে ভারত কি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে?

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্তরে সম্পর্ক শুধু ঐতিহাসিকই নয়, পারস্পরিক আস্থারও বটে। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে যে সম্পর্কের সূচনা, তা আজ অর্ধশতাব্দী পরেও কমবেশি অটুট থেকেছে। বছর দেড়েক আগেও যখন আওয়ামী লীগ ইতিহাসে তাদের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল, তখনও ভারত দলটির সর্বোচ্চ নেত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে আশ্রয় দিয়েছে এবং সম্মানিত অতিথির মর্যাদায় আজও তাকে কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, ২০২৪-এর ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা-কর্মী, সাবেক এমপি-মন্ত্রী, সমর্থক ও অ্যাক্টিভিস্টরাও ভারতে আশ্রয় পেয়েছেন এবং ভারতের মাটি থেকেই যতটা সম্ভব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সময়কালের মধ্যে ভারত অজস্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছে, তারা বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) ও পার্টিসিপেটরি (অংশগ্রহণমূলক) নির্বাচন দেখতে চায়- যেটার অর্থ, ভারত চেয়েছে, সে দেশের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লড়ার সুযোগ পাক। কিন্তু বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায়, দেশটির নির্বাচন কমিশন সেই সুযোগ দলটিকে দেয়নি এবং আওয়ামী লীগকে ছাড়াই শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন।

এখন বিগত দেড় বছর ধরে বাংলাদেশে একটা ইনক্লুসিভ নির্বাচনের কথা বলে এলেও এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ভারত সে দেশে একটা আওয়ামী লীগ-বিহীন নির্বাচনের বাস্তবতাই মেনে নিয়েছে। ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সিদ্ধান্তের কোনো প্রতিবাদ তো জানায়নি, বরং যে দুটি দলের ঢাকার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা আছে, সেই বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতি এক ধরনের আউটরিচও শুরু করেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শোক জানিয়ে বিএনপির সর্বোচ্চ নেতা তারেক রহমানকে ব্যক্তিগত চিঠি পর্যন্ত লিখেছেন। ঢাকায় গিয়ে সেই চিঠি তার হাতে তুলে দিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্বয়ং। এই সব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে এই প্রশ্নটা ওঠা খুব স্বাভাবিক, তাহলে এখন দীর্ঘদিনের মিত্র ও আস্থাভাজন আওয়ামী লীগের সম্বন্ধে ভারতের অবস্থান কী হতে চলেছে? ঢাকাতে যখন নানা ধরনের নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ গড়ে ওঠার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তখন দিল্লি কি নিজের স্বার্থেই বহু পুরনো এই বন্ধু দলটির থেকে ক্রমশ দূরত্ব বাড়াচ্ছে?

'চিরস্থায়ী বন্ধু বলে কিছু হয় না'

দিল্লিতে অনেক পর্যবেক্ষকই মনে করেন, বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই চিরকাল ভারত সম্পর্ক রাখবে- এমনটা আশা করা আসলে সত্যিই বাড়াবাড়ি। সাবেক ভারতীয় কূটনীতিবিদ সৌমেন রায় যেমন বিবিসিকে বলছিলেন, “দেখুন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পার্মানেন্ট ফ্রেন্ড বলে কিছু হয় না; তেমনি পার্মানেন্ট এনিমি-ও কিছু হয় না।” “সুতরাং আওয়ামী লীগ যখন ফ্রেন্ড ছিল, তখন হয়েছে- কাজ হয়েছে, কিন্তু ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। ইন্ডিয়া তার ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট বা জাতীয় স্বার্থ দেখবে সবার আগে।” “একটা ব্যাপার হচ্ছে, আওয়ামী লীগের সাপোর্টার যারা আছে, তারাও সাধারণ মানুষ কিন্তু ... কিন্তু সে করে তো আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আমরা সম্পর্ক রাখব না, এটা তো করা ঠিক হবে না, আর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সেটা করবেও না।” তিনি আরও যুক্তি দিচ্ছেন, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির দিশা নির্ধারিত হয় 'স্ট্র্যাটেজিক সেলফ ইন্টারেস্ট' দিয়ে, আর আগামীতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সেটাই প্রযোজ্য হবে। সোজা কথায়, ভারত যখন দেখবে আওয়ামী লীগের চেয়ে অন্য কোনো দলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে তাদের জাতীয় স্বার্থ বেশি সুরক্ষিত হচ্ছে, তখন তারা সেই রাস্তায় হাঁটতে এতটুকুও দ্বিধা করবে না।

আওয়ামী লীগের জন্য নতুন সরকারে তদবির?

ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতারা কেউ কেউ এমনও আশা করছেন, ঢাকায় নতুন নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে ভারত হয়ত দলটির 'রাজনৈতিক পুনর্বাসন' নিয়েও কথাবার্তা বলবে। তারা মনে করছেন, ঢাকার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিল্লির যেহেতু অনেকগুলো 'লিভারেজ' আছে, তাই সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে তারা বন্ধু দলটিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফেরানোর জন্য নিশ্চয়ই দেন-দরবার করবে। দিল্লিতে পর্যবেক্ষকরা সবাই অবশ্য তেমনটা মনে করছেন না, বরং তাদের ধারণা, এখানে 'যা করার আওয়ামী লীগের নিজেকেই করতে হবে'। দিল্লির থিঙ্কট্যাঙ্ক আইডিএসএ-এর সিনিয়র ফেলো সম্রুতি পট্টনায়ক বলছিলেন, “আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না যে, আওয়ামী লীগের রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য ইন্ডিয়া ওইভাবে কোনো কার্যক্রম নেবে।” “কারণ ইন্ডিয়া এই স্ট্যান্ড নিয়ে নিয়েছে যে, যা কিছু হয়েছে বাংলাদেশে, সেটার দায়িত্ব অবশ্যই আওয়ামী লীগের। দে ইগনোরড দ্য সাইনস ...” “আর অ্যান্টি-আওয়ামী লীগ সেন্টিমেন্ট যেটা ছিল, সেটা হয়ে গেছে অ্যান্টি-ইন্ডিয়া সেন্টিমেন্ট। তো ভারত কখনই চাইবে না আমরা আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ করে ভারতের বিরুদ্ধে সে দেশে সেন্টিমেন্টটা আরও উসকে দিই।” তিনি আরও মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যেহেতু

বাংলাদেশেও ভারতের বিপুল নিরাপত্তাগত, অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক স্বার্থ আছে, তাই দিল্লিও চাইবে না, সে দেশে তাদের সম্পর্ক একটিমাত্র দলের সঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকুক। "হ্যাঁ, কয়েকটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক থাকবে, আবার কয়েকটা দলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকবে না। কেন না ওদের আইডিওলজিক্যাল ওরিয়েন্টেশন, ওদের ভোটব্যাংক পলিটিক্স- ওইসব জিনিসগুলো আছে।" "কিন্তু মোটামুটিভাবে আমার যেটা মনে হচ্ছে, যে পার্টিই বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসুক, ওদের 'রিয়েলিটি অব জিওগ্রাফি' ইন্ডিয়া দেখবে, মানে সেটা আপনি কখনও উপেক্ষা করতে পারবেন না," বলছিলেন স্মৃতি পট্টনায়ক।

হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে?

তবে বাংলাদেশে অন্য দলগুলোর সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বাড়লেও, সে দেশের আদালতে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি তথা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে দেওয়ার সম্ভাবনা যে নেই, এটাও সবাই মানছেন। লন্ডন-ভিত্তিক লেখক ও ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রিয়জিৎ দেবসরকার যেমন বলছিলেন, "ভারত চিরকালই সেকুলারিজম, ডেমোক্রেসি, প্লুরালিজম, এবং একটি বাঙালি কালচারাল আইডেন্টিটির জন্য লড়াকে- ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে জরুরি মনে করেছে।" "এই জিনিসগুলো ডিফেন্ড করার জন্য, ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলোর জন্য ভারত চিরকালই দরজা খুলে রেখেছিল।" "আর সেই জন্য নিশ্চয়ই (ভারতের চোখে) তারা থাকবে ... আমি মনে করি আওয়ামী লীগও প্রত্যাবর্তন করবে বাংলাদেশের ইতিহাসে।" এই মুহূর্তে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণ করা বা বিচারের জন্য ঢাকার হাতে তুলে দেওয়ার কোনো বাস্তবসম্মত সম্ভাবনাও দেখছেন না তিনি। "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নতুন যে সরকার আসবে, তার সঙ্গে ভারত একটা সুসম্পর্ক চাইবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা ও শেখ হাসিনা আমার ধারণা আপাতত ভারতেই থাকবেন।" "ভবিষ্যতে ইলেকশনের পর এটার আউটকামের ওপর ডিপেন্ড করছে কী হবে," বলছিলেন প্রিয়জিৎ দেব সরকার।

'আওয়ামী লীগের রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা থাকবে'

আপাতত যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও, আওয়ামী লীগকে যে বাংলাদেশের পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ থেকে খুব বেশিদিন বাইরে সরিয়ে রাখা যাবে না, দিল্লিতে অনেকেই অবশ্য সে কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। ঢাকায় ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত রিভা গাঙ্গুলি দাস যেমন সরাসরি বলছেন, "আপনি কতদিন বাদ দিয়ে রাখবেন? আফটার অল, এত বছর ধরে যত ইলেকশন হয়েছে, তার ডেটা দেখলে দেখা যায়, সে দেশে ত্রিশ পার্সেন্ট বা তার কিছু বেশিসংখ্যক মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়।" "আর আওয়ামী লীগ একটা লেফট অব সেন্টার পলিটিক্সকে রিপ্রেজেন্ট করে, যেটার একটা স্পেস আছে বাংলাদেশে- প্রচুর স্পেস আছে।" ঠিক এই কারণেই তিনি ধারণা করছেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ আবার একদিন অবধারিতভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। যদিও সেটা ঠিক কীভাবে ঘটবে, তা এখন আন্দাজ করা কঠিন। "আওয়ামী লীগ এ ধরনের চ্যালেঞ্জ আগেও ফেস করেছে, তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। "আমার মনে হয়, এটা একটা ওপেন কোয়েশ্চেন, কিন্তু ওরা যে পলিটিক্সটা রিপ্রেজেন্ট করে, আমি মনে করি, সেটা প্রাসঙ্গিক। আর সেই পলিটিক্সটাকে কীভাবে শেষ করা যাবে? আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব," বিবিসিকে বলছিলেন রিভা গাঙ্গুলি দাস।

ভারতে থাকা আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা কী ভাবছেন?

ভারতে এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের যে শত শত নেতা-কর্মী আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন, তারা কিন্তু বিশ্বাস করেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের যে 'ঐতিহাসিক বন্ধন' তা অত সহজে ছেঁড়ার নয়। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য জানতে বিবিসি ভারতে একাধিক শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে কথা বলেছে কিন্তু একান্তে খোলাখুলি কথা বললেও 'অন রেকর্ড' তারা তাদের বক্তব্য জানাতে চাননি নানা কারণে। তবে সম্প্রতি দিল্লিতে আওয়ামী লীগের হয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকা অভিনেত্রী তথা রাজনীতিবিদ রোকেয়া প্রাচী এ প্রসঙ্গে নিজের বক্তব্য ভিডিওতে রেকর্ড করে বিবিসি বাংলার কাছে পাঠিয়েছেন। ওই বার্তায় তিনি বলেন, "ভারত কেবল আওয়ামী লীগের বন্ধু, তা না, ভারত বাংলাদেশেরও বন্ধু।" "কংগ্রেসকে বাদ দিলে ভারতে যেমন ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেসি সম্ভব না, বা ইউএসএ-তে ডেমোক্রেটদের বাদ দিলে ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেসি থাকছে না। তো বাংলাদেশেও একই রকম, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে বাদ দিলে ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেসি কোথায়?" যেহেতু বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কে 'ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেসি' বা অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের গুরুত্ব আছে, সেই কারণেই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ-বিহীন রাজনীতিকে ভারত বেশিদিন মেনে নিতে পারবে না বলে মনে করছেন তিনি।

রোকেয়া প্রাচী সেই সঙ্গেই বলছেন, "আর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে বন্ধু ভারত রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক, সেই ১৯৭১ সালের আস্থা, নির্ভরতা, ভালবাসা, আবেগের যে সম্পর্ক, সেই জায়গায় যে আস্থাশীলতা- আমি মনে করি ১২ তারিখের নির্বাচন সেখানে কোনো ম্যাটার করে না।" "আমরা বরং এটা বলতে পারি যে, বাংলাদেশে যখন ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেসি ব্যাহত হচ্ছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশ করতে না দিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেটি কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জন্যও সংকটের, উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে!" এই উদ্‌বেগের জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করার জন্য আজ হোক বা কাল, ভারতকে কিছু পদক্ষেপ নিতেই হবে- আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মীর সে রকমই বিশ্বাস।

১৯৭৫-এ শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর শেখ হাসিনা যখন ভারতে আশ্রয় পেয়েছিলেন, তখন তিনি থাকতেন দিল্লির পান্ডারা রোডের একটি সরকারি ফ্ল্যাটে। এখনো তিনি আবার ভারতের অতিথি, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে। সেবার আওয়ামী লীগের বাংলাদেশের ক্ষমতায় ফিরতে সময় লেগেছিল পুরো একুশ বছর। এইবারে তারা আদৌ ফিরতে পারবেন কি না বা ফিরলেও কতটা সময় লাগবে, তা কিন্তু সম্পূর্ণই ওই দলটির ওপর নির্ভর করছে বলে ভারতের বক্তব্য। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

জাপান ইউক্রেনকে সমর্থন করার উদ্যোগে অংশগ্রহণ করার পরিকল্পনা

এনএইচকে জানতে পেরেছে যে, ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি গোলাবারুদ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য ন্যাটো-নেতৃত্বাধীন একটি উদ্যোগে যোগদানের পরিকল্পনা করছে জাপান। যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি গোলাবারুদ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং ইউক্রেনে সরবরাহের ব্যাপারে সমন্বয় সাধনের জন্য ন্যাটো এবং যুক্তরাষ্ট্র ২০২৫ সালের জুলাই মাসে এই প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠা করে। জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসসহ ২০টিরও বেশি ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্র এই উদ্যোগে অবদান রাখার কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডও অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জোটটি ইতোমধ্যেই ইউক্রেনের প্যাট্রিয়ট বিমান-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য এই কাঠামোর মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। ন্যাটোর একাধিক কর্মকর্তা এনএইচকে-কে জানিয়েছেন যে, জাপান শীঘ্রই এই উদ্যোগে অবদান রাখার পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা বলেছেন যে, জাপান সম্ভবত রাডার ব্যবস্থা এবং বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটসহ শুধুমাত্র প্রাণঘাতী নয়, এমন প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের জন্য তহবিল প্রদান করবে। তারা বলেছেন যে, জাপান একাধিক ন্যাটো সদস্য এবং ইউক্রেনকে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের চার বছর পূর্ণ হবে এবং সংঘাত অব্যাহত থাকায় ইউক্রেনকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে কিছু পশ্চিমা দেশের মধ্যে ক্লান্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১০.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

এককভাবে সরকার গঠনে আত্মবিশ্বাসী তারেক রহমান

ডয়চে ভেলেকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক এবং গুম-খুনের বিচার নিয়েও কথা বলেছেন। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনের পর তারা এককভাবে সরকার গঠনে সক্ষম হবেন বলে আশা করছেন। ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে দেশে ফিরে মায়ের মৃত্যু এবং নির্বাচনি প্রস্তুতি, দুটোর সামঞ্জস্য রাখাই তার জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল বলে জানান তারেক রহমান।

প্রশ্ন : জনাব তারেক রহমান। জার্মানির ডয়েচে ভেলে থেকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট। তো এই নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হবে বলে আপনি আশাবাদী?

তারেক রহমান : আমরা আশা করছি যে, নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে। মানুষেরও তাই প্রত্যাশা। আমরা আশাবাদী।

প্রশ্ন : ১৭ বছর পর আপনি এই বাংলাদেশে এসেছেন। আপনি নির্বাসনে ছিলেন নানা কারণে। এই ১৭ বছর পর আসার পরে আপনার দল গোছানো, নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার কাছে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ কোনটা ছিল?

তারেক রহমান : চ্যালেঞ্জটা হয়ত কিছুটা, খুব সম্ভবত আমারই ছিল। এত বছর পরে এসেছি, আসার পরে মানুষের চোখে মুখে একটা প্রত্যাশা দেখেছি। এটা হলো রাজনৈতিক দিক, অন্যদিকে আসার পাঁচদিন পরেই আম্মা মারা গেলেন। উনি অসুস্থ ছিলেন অনেকদিন ধরে। স্বাভাবিকভাবে এটাও একটা খুব কষ্টকর বিষয় আমাদের সবার জন্য। আমরা পরিবার যে একসাথে বসে নিজেদের কষ্টটা ভাগ করে নেব, সেই সুযোগটা বা সময়টা হয়নি। কারণ আমরা একদম নির্বাচনের ডামাডোলের ভিতরে। একদিকে নির্বাচনি ডামাডোল, অন্যদিকে ব্যক্তিগত বিষয়টা, দুটোর সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এটাই আসলে আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, হয়ত এই চ্যালেঞ্জটা মোটামুটিভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি আমি।

প্রশ্ন : এবার তো অনেক ভোটার যারা হচ্ছেন তরুণ এবং প্রথমবারের মতো ভোট দিতে যাচ্ছেন। গত তিনটি নির্বাচন বিতর্কিত নির্বাচন আপনি জানেন। ফলে মানুষের মধ্যে একটা বাড়তি আগ্রহ রয়েছে। তরুণদেরকে আগ্রহী করতে বা তরুণদের কাছে পৌঁছাতে, আপনার দলের পক্ষ থেকে কি আলাদা করে বা বিশেষ করে কোনো কিছু করা হয়েছে, যেটাতে তরুণরা একটু আকৃষ্ট হতে পারে?

তারেক রহমান : দেখুন, আপনি যদি আমাদের মেনিফেস্টোটা দেখে থাকেন, যেটা আমরা কয়েকদিন আগে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছি, সেখানে কিন্তু আমরা সমাজের তরুণদের জন্য, একইভাবে এখানে বয়স্ক যারা আছেন, তাদের জন্য, একই সাথে যারা দেশে চল্লিশ লক্ষ প্রতিবন্ধী আছেন তাদের জন্য, একই সাথে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক যে নারী, তাদের ক্ষমতায়নের জন্য আমরা পরিকল্পনা রেখেছি। কর্মসূচি রেখেছি, বিশেষ করে শুধু তরুণদের জন্য না, সকলের জন্য। কারণ দেশটা গঠন করতে হবে সকলকে নিয়ে।

প্রশ্ন : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে এবং তারপর থেকে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন। এই যে সম্পর্ক এবং অতীতে দেখা গেছে যে, গত এক দশকে অনেকে মনে করেন যে, ভারতের সঙ্গে বিএনপির একটা দূরত্ব রয়ে গেছে এবং সেই দূরত্বটা ঘোচানো যায়নি। ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান কী হবে?

তারেক রহমান : দেখুন, আপনি যেটা বললেন যে, দেখা গিয়েছে যে, বিএনপির সাথে তাদের একটা দূরত্ব আছে। অবশ্যই আমরা যদি দেখি যে, এমন কোনো চুক্তি হচ্ছে, যেটা বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থের পরিপন্থি, বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি, সেটা যে-কোনো দেশের সাথেই হোক না কেন, তাদের সাথে স্বাভাবিকভাবেই দূরত্ব হবে। কারণ আমি তো প্রতিনিধিত্ব করি আমার দেশের মানুষকে। কাজেই যে-কোনো দুই দেশের মধ্যে যদি কোনো চুক্তি হয়, যেটা আমার দেশের স্বার্থের সাথে যাবে না, সেক্ষেত্রে যে কারো সাথেই আমাদের এ রকম দূরত্ব হতে পারে।

প্রশ্ন : ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, দেখা যাচ্ছে যে, চীনের একটা বাড়তি আগ্রহ আছে বাংলাদেশ নিয়ে। আপনাদের কি চীনের জন্য কি আলাদা কোনো নীতি বা কোনো পদক্ষেপ আছে?

তারেক রহমান : বর্তমান বিশ্বে যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের সাথে বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক থাকবে, আমরা একা বসবাস করতে পারব না। গ্লোবাল ভিলেজ বলা হয় এখন পৃথিবীকে। কাজেই আমাদের দেশের মানুষ বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। আমাদের দেশের মানুষ বিভিন্ন দেশে যাবে, চাকরি-বাকরি বিভিন্ন কারণে। কাজেই আমার দেশের স্বার্থ যেখানে বজায় থাকবে, দেশের মানুষের স্বার্থ যেখানে বজায় থাকবে, আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো হবে।

প্রশ্ন : একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে আপনি কয়েকদিন আগেই বলেছেন যে, বিএনপি কোনোরকম ঐক্যের সরকার বা জাতীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা নেই জামায়াতের সঙ্গে। কিন্তু জামায়াত বলছে যে, তারা যদি সুযোগ পায়, তারা বিএনপির সঙ্গে এখনো ঐক্যের সরকার করতে রাজি এবং তারা আমন্ত্রণ জানাবে। সেক্ষেত্রে কি আপনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন?

তারেক রহমান : আমরা কনফিডেন্ট যে, ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের মানুষের রায় আমরা পাবো। আমরা সরকার গঠনে সক্ষম হবো, এককভাবে। সেক্ষেত্রে তো কাউকে অপজিশনে থাকতে হবে। কারণ একটা ব্যালেন্সড রাষ্ট্র যদি হতে হয়, ব্যালেন্সড সরকার যদি হতে হয়, তাদের সেক্ষেত্রে অপজিশনে থাকতে হবে কাউকে। সবাই সরকারে চলে আসলে কেমন করে দেশ চলবে?

প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রায় ১৩ কোটি ভোটার এবং তার অর্ধেকের মতোই নারী। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাজনৈতিক দলগুলো যে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছেন, তার মধ্যে নারীর সংখ্যা খুবই কম এবং এটা নিয়ে একটা আলোচনা হচ্ছে দেশে-বিদেশে, যে নারীকে কেন এতটা কম সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ভোটের রাজনীতিতে? কারণ যে জুলাই বিপ্লবের কথা বলা হয়, গণ-অভ্যুত্থানের কথা বলা হয়, সেখানেও তারা বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন। বিষয়টা কীভাবে দেখছেন?

তারেক রহমান : বিষয়টাকে আমি অন্যভাবে দেখি। বেগম খালেদা জিয়া যখন এর আগে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, তখন উনি একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং সেটা হচ্ছে, মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা। ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত উনি ফ্রি করে দিয়েছিলেন। এটি হচ্ছে নারী সমাজকে এমপাওয়ার করার প্রথম একটি পদক্ষেপ। অর্থাৎ আপনি একজনের শিক্ষার সুযোগ তৈরি করলেন। আমরা সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে নারীদের এই শিক্ষার সুযোগটা আরও হায়ার ক্লাস পর্যন্ত আমরা নিয়ে যাব। এটা হলো এক নম্বর। দ্বিতীয়ত, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন বা জানেন, আমরা দেশের প্রত্যেক হাউস ওয়াইফ-এর জন্য, বিশেষ করে শুরু করবো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর থেকে, আমরা একটি ফ্যামিলি কার্ড দিতে চাই, যার মাধ্যমে আমরা তাকে একটি রাষ্ট্র বা সরকার থেকে একটা সহযোগিতা দেবো। এই ফ্যামিলি কার্ডটা যখন পাবে, সে মানসিকভাবে সে এমপাওয়ার্ড ফিল করবে এবং সহযোগিতা যখন বজায় থাকবে, আস্তে আস্তে অর্থনৈতিকভাবে সে স্বাবলম্বী হবে। একদিকে আমরা চেষ্টা করছি, নারীদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে। একই সাথে আমরা তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছি। আমরা শুধু কথার কথা বলে কিছু নমিনেশন বা কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কিছু নারীকে দিয়ে দিলাম না। কিন্তু আপনি যদি সত্যিই নারীদের ক্ষমতায়নের কথা বলেন, তা এভাবে আনতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হবে। আমরা চাইছি, শিক্ষার পাশাপাশি নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে। তাহলে সে তার নিজ যোগ্যতাতেই যে-কোনো পর্যায়ের নির্বাচন হোক, স্থানীয় হোক বা জাতীয় নির্বাচন, সে তার নিজ যোগ্যতাবলে নমিনেশন আদায় করেই নিতে সক্ষম হবে। বিষয়টিকে আমরা লংটার্মে নিয়ে যেতে চাইছি। ধীরে ধীরে স্থায়ীভাবে জিনিসটাকে গড়ে তুলতে চাইছি আমরা।

প্রশ্ন : আমরা যখন কথা বলি নারী ভোটারদের সঙ্গে, তাদের কারও কারও মধ্যে এক ধরনের ভয় বা উৎকণ্ঠাও কাজ করছে যে, ১২ তারিখের পরে কী হবে, তারা কতটা নিরাপদ থাকতে পারবেন বা তাদের উপরে কোনো ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ হবে কিনা, তাদের জীবন সংকুচিত করার কোনো রকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা। এরকম এক ধরনের ভয়, এক ধরনের উৎকণ্ঠা কাজ করছে। তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি কোনো বার্তা আছে?

তারেক রহমান : আপনি যেই বিষয়গুলো বললেন, এটি অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে নয়। এটি বাংলাদেশে কিছু কিছু অন্য রাজনৈতিক দল আছে, যাদের বিভিন্ন কথাবার্তা বা সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের বিভিন্ন স্টেটমেন্টের মাধ্যমে এই

ধারণাগুলো জন্ম নিয়েছে মানুষের মাঝে বা নারীদের মাঝে। আমরা সব সময়ই নারীদের এম্পাওয়ারমেন্ট-এর কথা বলেছি। কারণ আমরা যত যা-ই পরিকল্পনাই করি না কেন, যখন দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী হয়ে থাকেন, তাদেরকে আলাদা রেখে আমরা দেশকে সামনে নিতে পারব না। আমাদের সকলকে নিয়েই নিতে হবে। সেজন্যই আমরা তাদের শিক্ষার আরও এমন ব্যবস্থা করতে চেয়েছি, যাতে তারা আরও উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে সহজে। আমরা এমন ব্যবস্থা করতে চাইছি, যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে। অর্থাৎ তাদের কনফিডেন্স আমরা আরও স্ট্রং করতে চাইছি। তাদের আত্মবিশ্বাসটা আমরা দৃঢ় করতে চাইছি। শুধু তাই নয়, আমরা এরই মধ্যে বলেছি যে, আমরা দেশে সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে, আমরা দেশে এমন শিল্পও নিয়ে আসতে চাই, যেখানে নারীরা তাদের কর্মসংস্থানে বেশি হবে। কর্মসংস্থানে নারীরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারেন, সেই জন্য কেয়ার সেন্টারসহ অন্যান্য বিষয়গুলো আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করব আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে। আমরা এটাও বলেছি যে, নারীরা যাতে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারেন, ঢাকা শহরসহ বড়ো শহরগুলোতে, আমরা নারীদের জন্য ইলেকট্রিক বাস ইন্ট্রোডিউস করব, যেটা শুধু নারীরাই ব্যবহার করবেন এবং সেই বাস পরিচালনাও করবেন নারীরা। কাজেই আমাদের দলীয় অবস্থান থেকে আমরা পরিকল্পনা রেখেছি, যেগুলো আমরা ইনশাল্লাহ বাস্তবায়ন করব সুযোগ পেলে, যাতে করে নারীরা তাদের জন্য যত বেশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্ন : গণ-অভ্যুত্থানের পর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না এবং কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এরকম মত দিচ্ছেন যে, আওয়ামী লীগ অংশ না নেওয়ায় এই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে না। এই বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

তারেক রহমান : দেখুন, এটা তো পুরো রাজনীতি। আমরা রাজনীতি করি মানুষের জন্য, মানুষের সমর্থন নিয়ে। কাজেই আমি মনে করি, রাজনীতিতে মানুষ যাকে গ্রহণ করবে, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আর যাকে মানুষ গ্রহণ করবে না, যত শক্তিই থাকুক না কেন, শক্তি প্রয়োগ করে সে ধরে রাখতে পারে না, ৫ আগস্ট যার উদাহরণ।

প্রশ্ন : দুর্নীতি দমনের যে উদ্যোগের কথা আপনি বলছেন এবং আপনার ম্যানিফেস্টোতে সেটা রয়েছে, ইশতেহারে রয়েছে। কিন্তু টিআইবি এবং একাধিক সংগঠন নানারকম পরিসংখ্যান দিচ্ছে এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বিএনপির বেশ কয়েকজন প্রার্থী ঋণখেলাপি। তারা আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে তারপরে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এবং অনেকে আছেন যারা ঋণগ্রস্ত। এই বিষয়ে আপনার মতামত কী?

তারেক রহমান : দেখুন, দুর্নীতি এবং ঋণগ্রস্ত বা ব্যাংক ডিফল্ট দুটো ভিন্ন জিনিস। আমাদের দলের লক্ষ নেতা-কর্মীর নামে বিগত স্বৈরাচার সরকার কেস দিয়েছিল। আমাদের দলের মধ্যে যারা আছেন, যারা আমাদের দলীয় রাজনীতির সাথে আছে, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়েছে। তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে দেওয়া হয়নি। তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। তাদের ন্যায্য ব্যাংক লোন যেটা আছে, সেটা তাদেরকে দেওয়া হয়নি। কাজেই এরকম একটি অবস্থার মধ্যে আমাদের লোকজন, আমাদের ব্যবসায়ীরা, আমাদের নেতা-কর্মীরা যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, তাদের জন্য তো এরকম ডিফল্ট হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। দুর্নীতি এবং ডিফল্ট হয়ে যাওয়ার মধ্যে সম্পর্ক তো নেই। দুটো একদম ভিন্ন জিনিস।

প্রশ্ন : সম্পূর্ণভাবে গণ-অভ্যুত্থানের কথা আপনি যেটা বলছেন যে, বিএনপির অনেক নেতা-কর্মী হতাহত হয়েছেন বলে আপনার দল থেকে জানানো হয়েছে। গত ১৫-১৬ বছরে গুম, খুনের শিকার হয়েছেন অনেকে। যারা ভুক্তভোগী, তাদের পরিবারকে বা তাদের বিচার নিশ্চিত করার জন্য আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

তারেক রহমান : অবশ্যই আমাদের পরিকল্পনা আছে, কারণ আমাদের নেতা-কর্মীরা যে রকম গুম, খুনের শিকার হয়েছে, অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, যারা আমাদের সাথে আন্দোলন সংগ্রামে ছিল, তারা গুম, খুনের শিকার হয়েছে। হয়ত সংখ্যা কম বেশি হবে। এমনকি অনেক মানুষ আছেন, যারা রাজনীতির সাথে জড়িত না। কিন্তু তারা অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার হয়েছে, গুম খুনের শিকার হয়েছে। এটি একটি অন্যায় ব্যাপার। একটি সভ্য দেশে মানুষ গুম হয়ে যাবে, দেশের মানুষ খুন হয়ে যাবে কিন্তু তার কোনো বিচার হবে না এটা তো হতে পারে না। কাজেই দেশের আইন অনুযায়ী অবশ্যই প্রত্যেকটা মানুষ কারো সাথে যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তার বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

২০২৫ সালের দুর্নীতি সূচকে পশ্চিমা দেশগুলোর পতন

এক সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান থাকলেও, রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা এবং সুইডেন ২০২৫ সালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে নীচের দিকে নেমে গেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সোমবার প্রকাশ করা ২০২৫ সালের দুর্নীতি ধারণা সূচকে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের দেশগুলোতেও দুর্নীতি রোধের মান উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সূচকে এক দশক আগেও যেখানে ৮০-এর উপরে স্কোর করা দেশের সংখ্যা ছিল ১২, তা ২০২৫ সালে নেমে এসেছে মাত্র পাঁচে। ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুর এখনো র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে রয়েছে। তবে তাদের শক্তিশালী অবস্থানের বিপরীতে বিশ্বব্যাপী তীব্র অবনমন ঘটেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সতর্ক করে দিয়েছে যে, সরকারগুলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় 'সাহসী নেতৃত্ব'

দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে। সংস্থাটির চেয়ারম্যান ফ্রাঁসোয়া ভ্যালেরিয়ান ডিডাব্লিউকে বলেছেন, অনেক নেতা আর দুর্নীতি প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করেন না।

২০২৫ সালের সূচকে ১০০-এর মধ্যে বৈশ্বিক গড় স্কোর-৪২। এ বছরের সূচকে ১৮২টি দেশের মধ্যে ২৪ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশ রয়েছে ১৩তম অবস্থানে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভুটানের স্কোর-৭১, ভারত ও মালদ্বীপের-৩৯, শ্রীলঙ্কার-৩৫, নেপালের-৩৪, পাকিস্তানের-২৮ ও আফগানিস্তানের-১৬। গত বছরের চেয়ে এবার বাংলাদেশের এক পয়েন্ট উন্নতি হলেও সামগ্রিক র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়েছে এক ধাপ। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪তম। গত ১০ বছরে যে-সব পশ্চিমা দেশগুলোর র‍্যাংকিংয়ে বড়ো পতন দেখা গেছে, সেগুলো হলো- নিউজিল্যান্ড ৯ পয়েন্ট কমে ৮১, সুইডেন ৮ পয়েন্ট কমে ৮০ এবং কানাডা ৭ পয়েন্ট কমে ৭৫। গত ১০ বছরে জার্মানির স্কোর ৪ পয়েন্ট কমে ৭৭-এ নেমেছে। তবে গত বছরের তুলনায় দেশটির স্কোর ২ পয়েন্ট বেড়েছে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, তারা পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলার জন্য

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে কোনো শাস্তি দেবে না। ২০৩১ সালের পুরুষদের বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশকে একটি প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। আইসিসির চিফ এক্সিকিউটিভ সংযোগ গুপ্তা এক বিবৃতিতে বলেছেন, "আইসিসির পুরুষদের টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের না খেলার সিদ্ধান্ত দুঃখজনক, তবে আইসিসি কোর ক্রিকেট দেশ হিসাবে বাংলাদেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা পূর্ণ করবে।" ভারতে বাংলাদেশের না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে পাকিস্তান যেভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত বিসিবি প্রধান আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, "পাকিস্তান যেভাবে বাংলাদেশের সমর্থনে এতদূর এগিয়েছে, তাতে আমি আবেগতাড়িত। আমাদের এই সৌভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবী হোক।"(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি, শুল্ক কমে ১৯ শতাংশ

বাংলাদেশের জন্য পারস্পরিক শুল্কহার কমিয়ে ১৯ শতাংশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সই হয়েছে। তাতেই শুল্কহার কমিয়ে ১৯ শতাংশ করার ঘোষণা রয়েছে। বাণিজ্য চুক্তি সই হওয়ার পর বাংলাদেশের বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান ডিডাব্লিউ'র কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টারকে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি আড়াই হাজার পণ্যে শুল্কমুক্ত বা কম শুল্কে প্রবেশাধিকার দিয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশ চার হাজার ৪০০টি মার্কিন পণ্যে শুল্কমুক্ত বা কম শুল্কে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। বাকি পণ্যে ১৯ শতাংশ হারে শুল্ক দিতে হবে। এর আগে, সই হওয়া ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতীয় পণ্যের উপর ১৮ শতাংশ শুল্ক নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে আমেরিকা। আমদানিকৃত মার্কিন তুলা দিয়ে তৈরি পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির উপর বাংলাদেশকে কোনো শুল্ক দিতে হবে না। তবে কতটা পরিমাণ পোশাক বাংলাদেশ রপ্তানি করতে পারবে, তা নির্ভর করবে কতটা পোশাক যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে রপ্তানি করতে পারবে, তার উপর ঔষধ, মৎস্যজাত পণ্য, পার্টিকেল বোর্ড এবং সব ধরনের খাদ্যপণ্যও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কোনো শুল্ক ছাড়াই প্রবেশ করতে পারবে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, বাংলাদেশের বাজারে আমেরিকার পণ্য ও শিল্প সামগ্রী, বিশেষ করে রাসায়নিক, চিকিৎসা সামগ্রী, মেশিনারি, গাড়ি ও তার যন্ত্রাংশ, ডেয়ারি ও খাদ্যসামগ্রী প্রবেশের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেবে ঢাকা। পোলট্রি, সিফুড, চাল, ভুট্টা ও ডালের ক্ষেত্রে কোনো শুল্ক নেবে না। কাঠ বাদামের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে ১০ বছরের মধ্যে শুল্ক শূন্য করা হবে। বাংলাদেশের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সই করেন দেশটির বাণিজ্য প্রতিনিধি অ্যাম্বাসেডর জেমিসন গ্রিয়ার। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

এই ভোট শুধু সরকার বদলাবে না, ১৭ বছরের নীরবতার জবাব দেবে : ড. ইউনূস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "এই ভোট শুধু সরকার বদলাবে না, এটি ১৭ বছরের নীরবতার জবাব দেবে।" মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে এ কথা বলেন তিনি। তরুণ ও নারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দীর্ঘদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত প্রজন্ম আজ প্রথমবার সত্যিকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তিনি বলেন, নারীরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির যোদ্ধা ছিলেন এবং দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। এই নির্বাচন তাদের জন্য নতুন সূচনা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ রিহাব)

ভোট-গণভোটে ভয় নয়, সাহস নিয়ে কেন্দ্রে যান : প্রধান উপদেষ্টা

ভয় নয়, সাহস নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। তিনি বলেন, এই নির্বাচন শুধু জনপ্রতিনিধি বাছাই নয়; বরং রাষ্ট্র কোন পথে এগোবে, তার সিদ্ধান্ত জনগণ নেবে। প্রধান উপদেষ্টা জানান, নির্বাচন সুষ্ঠু করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।

গুজব ও অপপ্রচার থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ রিহাব)

দ্রুততম সময়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর : প্রধান উপদেষ্টা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ওপর গণভোটে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নির্বাচনের পর দ্রুততম সময়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টা। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ও বেসরকারি চ্যানেলে প্রচারিত ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আগামী বৃহস্পতিবার সারা দেশে একযোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এটি শুধু সরকার গঠনের নির্বাচন নয়, একইসঙ্গে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কাঠামো নির্ধারণের একটি গণতান্ত্রিক সুযোগ। এই নির্বাচন ও গণভোট বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রায় একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এ সময় অধ্যাপক ইউনূস গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মরণ করে বলেন, তাদের আত্মত্যাগ ছাড়া এই নির্বাচন ও গণভোট সম্ভব হতো না। জাতি তাদের কাছে চিরঋণী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ রিহাব)

ভোটের স্লিপে প্রার্থী-প্রতীকের নাম লেখা যাবে : ইসি

এখন থেকে ভোটার স্লিপে প্রার্থী ও প্রতীকের নাম লেখা যাবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, ভোটের স্লিপ যেটা আগে নিয়ম ছিল যে, এখানে কোনো প্রার্থীর নাম বা প্রতীক থাকতে পারবে না। এটা সংশোধিত হয়েছে। সুতরাং এখন থেকে ভোটার স্লিপে প্রার্থী ও প্রতীকের নাম লেখা যাবে। মঙ্গলবার আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে ইসি সানাউল্লাহ এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ আসাদ)

নির্বাসন থেকে ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে তারেক রহমান : রয়টার্সের প্রতিবেদন

লন্ডনে প্রায় দুই দশক ধরে নির্বাসনে থেকে ফিরে আসার দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তারেক রহমান। নানা কারণেই বাংলাদেশে এবারের নির্বাচন আগের সব নির্বাচনের চেয়ে ভিন্ন। ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসক হাসিনার পতন ঘটে। প্রায় ১৫ বছর ধরে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। গত কয়েকবারের সাধারণ নির্বাচনে মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগেরও সুযোগ পায়নি। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এবারের এই আলোচিত নির্বাচনে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান জয়লাভ করতে পারেন এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন। যদি জনমত জরিপগুলো সত্য হয়, তবে বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ৬০ বছর বয়সি মৃদুভাষী এই নেতার ভাগ্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাবে। তিনি ২০০৮ সালে দেশ ছেড়েছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ আসাদ)

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তুরস্কের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সাক্ষাৎ

তুরস্কের সাত সদস্যের একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল আজ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে তুরস্কের পার্লামেন্টারি সদস্যদের নিয়ে গঠিত পর্যবেক্ষক দলের নেতৃত্ব দেন, টার্কিশ- বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের চেয়ারপার্সন মেহমেত আকিফ ইলমাজ। সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ আসাদ)

পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট, মাঠে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাড়ে ৯ লাখ সদস্য : ইসি

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, এই পর্যন্ত যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আছে, নির্বাচন কমিশন সন্তুষ্ট। যে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো ঘটেছে, এগুলো না ঘটলে আরও ভালো হতো। অতীতে যে-কোনো সময়ের চেয়ে আমরা ভালো অবস্থায় আছি। এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির ব্যাপারে যদি আমি বলি, সারা দেশে প্রায় ৯ লাখ ৫৮ হাজার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ডেপ্লয় হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে ইসি সানাউল্লাহ এসব কথা বলেন। ভোটের মাঠে আইন-শৃঙ্খলা পরিবেশের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে সানাউল্লাহ বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রথমবারের মতো এবার ইউএভি আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকেল ব্যবহার করা হচ্ছে, ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে, বডি ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে। পুরো দেশেই এটা বিস্তৃতি থাকবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার ওভারল্যাপ থাকবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা ফ্যাসিলিটি এখানে থাকবে, আরেকটা এখানে থাকবে না। সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ভোটার ও প্রার্থীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, ভোটার, সমর্থক সবার প্রতি আহ্বান যে, আমরা যেন এই সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখি। যে-সব জায়গাতে কিছুটা হলেও এখনো পর্যন্ত টেনশন বিরাজমান, সেগুলো যেন আর কন্টিনিউ

না করে। সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে, উৎসবমুখর পরিবেশে আমাদের অতি প্রতীক্ষিত এই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ রিহাব)

ভারতের সঙ্গে টানাপড়েন, বাংলাদেশে প্রভাব বাড়ছে চীনের

ভারত ঘনিষ্ঠ নেতা শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর বাংলাদেশে চীনের প্রভাব আরও বাড়ছে বলে মনে করছেন রাজনীতিক ও বিশ্লেষকেরা। যদিও তাদের মতে, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতকে পুরোপুরি উপেক্ষা করার সুযোগ বাংলাদেশের নেই। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নির্বাচনে এগিয়ে থাকা দুই প্রধান দলই ঐতিহাসিকভাবে ভারতের সঙ্গে শেখ হাসিনার মতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেনি। ২০০৯ থেকে টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এখন নিষিদ্ধ, আর তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে দিল্লিতে অবস্থান করছেন। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়েছে চীন। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত সীমান্তের কাছে একটি ড্রোন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে বেইজিং। চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনকে প্রায়ই ঢাকায় বাংলাদেশি রাজনীতিক, কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা যাচ্ছে। চীনা দূতাবাসের ফেসবুক পোস্ট অনুযায়ী, এসব বৈঠকে বিলিয়ন ডলার মূল্যের অবকাঠামো প্রকল্পসহ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির বলেন, “বাংলাদেশের মানুষ মনে করে, শেখ হাসিনার অপরাধে ভারত সহযোগী ছিল।” তিনি আরও বলেন, “যে দেশ একজন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিচ্ছে এবং আমাদের দেশকে অস্থিতিশীল করতে দিচ্ছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক বা ব্যবসা করতে মানুষ রাজি হবে না।” তবে তারেক রহমান নিজে তুলনামূলক সংযত সুরে কথা বলেছেন। গত সপ্তাহে রয়টার্সকে তিনি বলেন, “আমরা সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাইব, তবে অবশ্যই আমার জনগণ ও দেশের স্বার্থ রক্ষা করে।” সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে, বিশেষ করে ক্রিকেটকে ঘিরে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগে ভারতের হিন্দু সংগঠনগুলোর চাপে বাংলাদেশি তারকা ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের একটি দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। এর জবাবে ঢাকা আইপিএলের সম্প্রচার নিষিদ্ধ করে। পাশাপাশি, টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরানোর অনুরোধ জানানো হয়। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট থেকেই বাদ পড়ে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি পণ্য আমদানি করবে বাংলাদেশ

পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৫ বছরে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জ্বালানি পণ্য এবং ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের গম, সয়াবিন, তুলা ও ভুট্টাসহ কৃষিপণ্য আমদানি করবে বাংলাদেশ। সোমবার বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ‘অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোক্যাল ট্রেড’ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্কের হার ১ শতাংশ কমিয়ে ১৯ শতাংশ করা হয়েছে। এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ কৃষি, জ্বালানি ও প্রযুক্তি খাতসহ নানা বিষয়ে কাজ করার বিষয় বাণিজ্যিক চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে- বিমান ক্রয়, গম, সয়াবিন, তুলা ও ভুট্টাসহ প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্য ক্রয় এবং আগামী ১৫ বছরে আনুমানিক ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জ্বালানি পণ্য ক্রয়। বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, উভয় দেশ নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্রুত পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করবে এবং চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ আসাদ)

ইতিহাসের সবচেয়ে নিরাপদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে : আইজিপি

১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনকে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে নিরাপদ নির্বাচন হিসেবে আয়োজন করতে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। নির্বাচন উপলক্ষ্যে সারা দেশে প্রায় ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬০৩ জন পুলিশ সদস্য, প্রায় ৬ লাখ আনসার সদস্য, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং প্রায় ১ লাখ সেনাবাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম। মঙ্গলবার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মিডিয়া সেন্টারে ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি’ বিষয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ আসাদ)

বিএনপির তিন প্রার্থীর নির্বাচন করতে কোন বাধা নেই

ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে ঢাকা-১১, কুমিল্লা-৩ ও বগুড়া-১ আসনে বিএনপির তিন প্রার্থীর প্রার্থিতা নিয়ে করা লিভ টু আপিলের শুনানি শেষ হয়েছে। এই তিন প্রার্থীর নির্বাচন করতে আর কোনো বাধা রইল না। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের বেঞ্চে এ-সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি হয়। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত শুনানির জন্য এ দিন ঠিক করেন। ঢাকা-১১ আসনের বিএনপির প্রার্থী এম এ কাইয়ুমের দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য গোপনের অভিযোগে প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে গত ২ ফেব্রুয়ারি রিট করেছিলেন এনসিপির প্রার্থী নাহিদ ইসলাম। তবে শুনানি শেষে গত ৩ ফেব্রুয়ারি রিট সরাসরি খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। পরে

এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় ৫ ফেব্রুয়ারি লিভ টু আপিল করেন নাহিদ। আবেদনে বলা হয়, কাইয়ুম ভানুয়াতো নামের একটি দেশের নাগরিক। সেই আপিলের শুনানির তারিখ পিছিয়েছে। সেটি হবে নির্বাচনের পর। কুমিল্লা-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদের প্রার্থিতা রিটার্নিং কর্মকর্তা বাছাইয়ে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। তবে দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে তার মনোনয়নপত্র বাতিল চেয়ে ইসিতে আপিল করেছিলেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ইউসুফ সোহেল। নির্বাচন কমিশন ওই আবেদন খারিজ করে দিলে হাইকোর্টে রিট করেন তিনি। হাইকোর্ট রিট খারিজ করে দিলে লিভ টু আপিল করেন ইউসুফ সোহেল। আজ সেটিও খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। বগুড়া-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী কাজী রফিকুল ইসলামের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছিল রিটার্নিং কর্মকর্তা। পরে ঋণখেলাপির অভিযোগে একই আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আহসানুল তৈয়ব জাকির এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন রফিকুল ইসলামের প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে। তবে উভয়েই তাদের আপিল প্রত্যাহার করে নেন। পরে ওই আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী সাহাবুদ্দিন কাজী রফিকুল ইসলামের মনোনয়নপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করলে তা খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। এরপর হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেন তিনি। আজ আদালত সেটির শুনানিও নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত হবে বলে আদেশ দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ আসাদ)

বাজারের শৃঙ্খলা ফিরেছে, রমজানে আরও ভালো হবে : বাণিজ্য উপদেষ্টা

সরকারের সামগ্রিক নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ফলে দেশের বাজার ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরেছে এবং মূল্যস্ফীতির চাপ কমেছে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। এছাড়া গত রমজানের তুলনায় আসন্ন রমজান আরও ভালো যাবে বলে আশা করেন তিনি। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ রিহাব)

চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছি : ভিপি নুর

চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা-গলাচিপা) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫টায় পটুয়াখালীর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহিদ হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন। ভিপি নুর বলেন, গত দু-দিনে ঘটে যাওয়া একাধিক গুরুতর ঘটনার বিষয়ে তিনি পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসককে জানিয়েছেন। তবে এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের এখনো গ্রেফতার না করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তার ভাষ্য, এই পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। তিনি অভিযোগ করে বলেন, এলাকায় পরপর অন্তত পাঁচটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে- একটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, একটি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া, এক নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা, চর বোরহানী অফিস ভাঙচুর এবং মানুষকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনা। এ ধরনের গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হলেও, প্রশাসনের গৃহীত ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয় বলে দাবি করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ রিহাব)

অনির্দিষ্টকালের জন্য মালয়েশিয়ার ই-ভিসা পোর্টাল বন্ধ

মালয়েশিয়ার ই-ভিসা পোর্টালে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলমান থাকায় মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভিসা পোর্টাল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে এ সময়ের মধ্যে ভিসা আবেদন কিংবা ভিসা যাচাই কোনোটি করা সম্ভব হবে না। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় অবস্থিত মালয়েশিয়ার দূতাবাস থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ওয়েবসাইটে চলমান সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থিতিশীলতা উন্নয়ন কাজের কারণে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সাইটটি সাময়িকভাবে অকার্যকর থাকবে। দূতাবাস আরও জানায়, সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর ভিসা আবেদন ও অনুমোদনসহ সংশ্লিষ্ট সব কার্যক্রম পুনরায় শুরু হবে। এ বিষয়ে যথাসময়ে একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ রিহাব)

কর্মবিরতিতে রপ্তানিতে ৩ হাজার কোটি টাকা ক্ষতির শঙ্কা

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের ইজারা নিয়ে শ্রমিকদের সাতদিনের কর্মবিরতিতে দেশের আমদানি-রপ্তানিতে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এতে দেশের অর্থনীতি বড়ো ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছে। সাতদিনের অচলাবস্থায় তিন হাজার কোটি টাকার প্রত্যক্ষ ক্ষতিসহ ৮ হাজার ৭২ কোটি টাকার রপ্তানি পণ্য বন্দরে আটকা পড়ে। একইসঙ্গে পোশাক রপ্তানিতেই প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করছেন উদ্যোক্তারা। তবে চূড়ান্ত ক্ষতির হিসাব কষছে তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে ৮৫-৮৬ শতাংশ পণ্যে শূন্য শুল্ক সুবিধা মিলবে : বাণিজ্য উপদেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সরকার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি

এআরটির ফলে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা ৮৫ থেকে ৮৬ শতাংশ পণ্যে শূন্য শুল্ক সুবিধা মিলবে। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'অ্যাগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোকাল ট্রেড এআরটি চুক্তি সই নিয়ে মঙ্গলবার সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ আসাদ)

রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানবিক সহায়তা জোরদার করবে ডব্লিউএফপি

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জীবন রক্ষাকারী খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ডব্লিউএফপি ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে অতিরিক্ত ২০ লাখ ইউরো অনুদান পেয়েছে। ইউরোপীয় কমিশনের ইউরোপীয় নাগরিক সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম এর মাধ্যমে এই অর্থায়ন দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ২০২৫ সালে বাংলাদেশে ডব্লিউএফপিতে ইইউ'র মোট অবদান দাঁড়িয়েছে ১৫ দশমিক ৩ মিলিয়ন ইউরোতে। এই সহায়তার মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও আশ্রয়দাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৬ আসাদ)

BBC

KENYA TO CONFRONT RUSSIA OVER 'UNACCEPTABLE' USE OF ITS NATIONALS

Kenya says it will talk to Russia over growing reports that its citizens are being recruited to fight in the war in Ukraine. Speaking to the BBC, Foreign Minister Musalia Mudavadi called the practice "unacceptable and clandestine", and said Nairobi had shut down illegal recruiters and would urge Moscow to sign a deal banning the conscription of Kenyan soldiers. The Kenyan government estimates that around 200 of its nationals have been recruited to fight for Russia. The exact number remains unclear, as Nairobi maintains that none of them travelled through official channels. (BBC News Web Page: 10/02/26, FARUK)

PALESTINIANS SAY NEW ISRAELI MEASURES IN WEST BANK AMOUNT TO DE FACTO ANNEXATION

Palestinians, Arab countries, Israeli anti-occupation groups and the UK have condemned new steps approved by Israel's security cabinet for the occupied West Bank, saying they amount to de facto annexation. Far-right Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich announced the moves that would make it easier for Jewish settlers to take over Palestinian land. "We will continue to kill the idea of a Palestinian state," he said. All settlements are seen as illegal under international law. The measures - which are expected to be signed off by Israel's top military commander for the West Bank - aim to increase Israeli control over the territory in terms of property law, planning, licensing and enforcement.
(BBC News Web Page: 10/02/26, FARUK)

IRAN ARRESTS REFORMISTS AS CRACKDOWN ON DISSENT WIDENS: REPORTS

The head of Iran's main reformist coalition, Azar Mansouri, is among at least five prominent opposition figures reported to have been arrested in recent days. The move represents a widening of the regime's crackdown on dissent in response to the mass anti-government protests in January. Iranian human rights groups have said they have confirmed the killing of more than 6,000 protesters when security forces brutally put down the demonstrations - and they have suggested that the final figure could be much higher. Mansouri had called for the truth of what happened not to be covered up. (BBC News Web Page: 10/02/26, FARUK)

:: THE END ::